রুকইয়াহর শরয়ি পদ্ধতি

জিন জাদু নজর

রুকইয়াহর শরয়ি পদ্ধতি

জিন জাদু নজর

মাওলানা মোস্তফা নোমানী
রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

জিন জাদু নজর
লেখক : মাওলানা মোস্তফা নোমানী
রুহুল্লাহ নোমানী
সম্পাদক : আহসান ইলিয়াস
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
সর্বস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৫
প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন
পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
মূল্য : ৮০০ (আটশত) টাকা মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কিতাবে প্রবেশের পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা অবশ্যই পড়ে নিবেন। রোগী ও চিকিৎসকের জন্য সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা যথাসময়ে করণীয় নির্ধারণে আপনাকে ভরপুর সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ। –রুহুল্লাহ

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা **১৪**
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা **৩৮**
নির্দেশিকা **৪৫**

প্রথম অধ্যায় : জিন ও শয়তান

প্রথম পরিচ্ছেদ : জিন ও শয়তান সম্পর্কে অবগতি

জিন ও ইনসান ৪৯
ইবলিসের পরিচয় ৬০
জিন ও শয়তান ৬২
জিনের শরীর ও আকৃতি ৬২
জিনের বিবাহ-শাদি ও সন্তানধারণ ৬৩
ইনসানের সঙ্গে জিনের দৈহিক সম্পর্ক ৬৪
ইনসানের সঙ্গে জিনের বিবাহ ৬৪
রাসুল সা.-এর আগমনে জিনের হঠকারিতা বন্ধ ৬৫
মানব-আকৃতিতে শয়তানের প্রতারণা ৬৬
মানব-আকৃতিতে শয়তানের চুরি করা ৬৯
জিনের শ্রেণিবিভাগ ৭১
জিনের আবাসস্থল ৭২
জিনের খাদ্য ৭৪
শয়তান বাম হাতে পানাহার করে ৭৫
মানুষের খানায় শয়তানের ভাগ ৭৫
মানুষের সঙ্গে শয়তান থাকে ৭৬
সন্ধ্যায় শয়তানের হামলা প্রবল হয় ৭৮
মানুষের উপর শয়তান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে ৭৮
শরীরে প্রবেশ করে জিনের আক্রমণের কিছু ঘটনা ৮০
শরীরে প্রবেশ করে বালকের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করা ৮১

বালকের বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়া ৮২
জিনের আছরে মানুষের পাগলামি ৮৪
জিনগ্রস্ত রোগীকে জান্নাতের সুসংবাদ ৮৪
মানবদেহে প্রবেশ করে নামাযে বিঘ্ন ঘটানো ৮৬
শরীরে প্রবেশ না করে জিনের আক্রমণ করার কিছু ঘটনা ৮৭
নামাযে রাসুল সা.-এর ক্ষতিসাধনে জিনের ব্যর্থ চেষ্টা ৮৮
নামাযের মধ্যে রাসুল সা.-এর শয়তানের গলা চেপে ধরা ৮৮
মিরাজের রাতে রাসুল সা.-এর শয়তান তাড়ানো ৮৯
যুলকিফল আ.-এর বিরুদ্ধে শয়তানের কঠিন ষড়যন্ত্র ৯০
বেনামাযির কানে শয়তান পেশাব করে ৯৩
বেনামাযির মাথার পেছনে শয়তান তিনটি গিঁট দেয় ৯৩
শয়তানের চক্রান্ত অনেক, তবে সবই দুর্বল ৯৪
জিন মানুষকে অপহরণও করতে পারে ৯৫
জিন সাপ হয়ে মানুষকে হত্যা করতে পারে ৯৭
গর্তে পেশাব করলে জিন আক্রমণ করতে পারে ৯৯
ভালো জিন দুষ্ট জিন প্রতিহত করে ১০১
শয়তান মিথ্যে কারামত দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ১০২
শয়তান আল্লাহমুখী মানুষকে কাবু করতে পারে না ১০৪
মাথায় জট পড়লে করণীয় ১০৪
ঘুমের মধ্যে শয়তান আক্রমণ করলে করণীয় ১০৫
মাজারের খাবার খাওয়া জায়েয নেই ১০৬
শয়তানের কারসাজি ও মানুষের ভ্রান্তি ১০৭
ইবনে তাইমিয়ার নামে শয়তানের বানানো কারামত ১০৮
আশ্রয় ও সাহায্যদাতা একমাত্র আল্লাহ ১০৯
জিন বা পিরের নামে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম ১১১
স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ইবলিসের কারসাজি নয় তো! ১১১
ইসতিহাযা শয়তানের পদাঘাতের কারণেও হয় ১১৩
আযান শুনলে শয়তান বায়ু ছেড়ে পলায়ন করে ১১৫
সিজদায়ে তিলাওয়াত শয়তানকে কাঁদায় ১১৬
সিজদায়ে তাযিম প্রসঙ্গ ১১৮
ফেরেশতারা কাকে সিজদা করেছিল ১১৮
সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিধান ১২২

শয়তানই মানুষকে বেশি ভয় পায় : কিছু ঘটনা ১২২
প্রতিরোধ করলে জিন পালিয়ে যায় ১২৪
স্বপ্নের প্রকারভেদ ও স্বপ্ন দেখলে করণীয় ১২৫
শয়তান মানুষকে রাসুল হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে ১২৬
সুলাইমান আ.-এর মুজিযা : জিন তার অধীন হওয়া ১৩১
জিনকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া জায়েয আছে ১৩৩
জিনকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেওয়া জায়েয নেই ১৩৪
ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিন স্বেচ্ছায় অনুগত হয় ১৩৪
জিন বশ করা জায়েয নেই ১৩৬
হক্কানি রাহবারের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন ১৩৭
আল্লাহর অলি ও শয়তানের অলি ১৪০
জিনের সহায়তায় তদবির ১৪২
মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.-এর ফাতাওয়া ১৪২
মুফতি নূর আহমাদ দা.বা.-এর ফাতাওয়া ১৪৪
সুলাইমান আ.-এর মৃত্যু ও জিনদের গায়েব নাজানা ১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আত্মরক্ষা

জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক ১৫২
মানুষের উপর জিনের আক্রমণের কয়েকটি কারণ ১৫২
জিন কখন সহজেই আক্রমণ করতে পারে ১৫৪
সন্ধ্যাবেলা জিনের আক্রমণ : আমার দেখা কিছু ঘটনা ১৫৪
দুপুরবেলা জিনের হানা : আমার দেখা কিছু ঘটনা ১৫৭
জিনগ্রস্ত রোগীর আলামত ১৫৯
নিদ্রা অবস্থার আলামত ১৫৯
জাগ্রত অবস্থার আলামত ১৫৯
জিনগ্রস্ত রোগী ও মানসিক রোগীর মাঝে পার্থক্য ১৬০
জিনগ্রস্ত হওয়ার অভিনয় ও অভিভাবকের করণীয় ১৬২
জিনগ্রস্ত রোগীর প্রকারভেদ ১৬২
চিকিৎসকের প্রতি সতর্কীকরণ বার্তা ১৬৩
চিকিৎসকের মাঝে নিম্নযুক্ত গুণাবলি থাকা উচিত ১৬৪
রুকইয়া করার আগে করণীয় ১৬৫
আয়াতে রুকইয়া (ঝাড়ফুঁকের ১৬ নম্বর) ১৬৭

ঝাড়ফুঁকে যদি জিন নীরবে চলে যায় ১৭৩
জিন হাজির হওয়ার আলামত ১৭৪
জিন হাজির হলে কী প্রশ্ন করবেন ১৭৪
মুসলিম জিন বের করার প্রথম ধাপ : অঙ্গীকার নেওয়া ১৭৪
মুসলিম জিন বের করার দ্বিতীয় ধাপ : নির্দেশনা দেওয়া ১৭৬
জিনের বিদায়ের সময় সতর্কতা আবশ্যক ১৭৬
মুসলিম জিন বের করার শেষ ধাপ : নিশ্চিত হওয়া ১৭৭
কাফের জিন বের করার প্রথম ধাপ : দাওয়াত দেওয়া ১৭৭
এক হিন্দু জিনের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ১৭৮
কাফের জিন বের করার দ্বিতীয় ধাপ : শাস্তি দেওয়া ১৮২
শাস্তির প্রথম পদ্ধতি : শারীরিক প্রহার করা ১৮২
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ঘটনা ১৮৩
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ঘটনা ১৮৩
শাস্তির দ্বিতীয় পদ্ধতি : ঝাড়ফুঁক করা ১৮৩
অবাধ্য জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৮ সুরা ১৮৩
কাফের জিন বের করার শেষ ধাপ : নিশ্চিত হওয়া ১৮৪
জিন থেকে আত্মরক্ষার ১২ আমল ১৮৪
জিন যদি হাজির না হয় ১৮৫
জিন যদি বের হতে অস্বীকার করে ১৮৬
জিন যদি কান্নাকাটি করে, তাহলে এটা জাদু ১৮৬
জাদু পরীক্ষার আয়াত ও সুরা ১৮৭
জিন যদি গালি দেয় ১৮৭
জিন যদি বের হওয়ার জন্য সাহায্য চায় ১৮৮
জিন যদি পুনরায় আসে ১৮৮
জিন থেকে আত্মরক্ষার রাত্রিকালীন ৯ আমল ১৯০

দ্বিতীয় অধ্যায় : সেহের বা জাদু

প্রথম পরিচ্ছেদ : জাদু সম্পর্কে অবগতি

সেহের শব্দের আভিধানিক অর্থ ১৯৫
শরিয়তের পরিভাষায় জাদু ১৯৬
কালামুল্লাহ থেকে জাদুর প্রমাণ ১৯৭
সুরা বাকারা : আয়াত : ১০২ ১৯৭

সুরা ইউনুস : আয়াত : ৭৭ ১৯৮
সুরা ইউনুস : আয়াত : ৮১ ও ৮২ ১৯৮
সুরা ত-হা : আয়াত : ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ ১৯৮
সুরা আরাফ : আয়াত : ১১৭-১২২ ১৯৮
সুরা ফালাক : ১১৩ ১৯৯
হাদিস থেকে জাদুর প্রমাণ ১৯৯
জিন ও জাদুকরের চুক্তি ২০১
জাদুকরের জিন হাজির করার ১০ তরিকা ২০২
১. কসম খাওয়ার তরিকা ২০৩
২. জবাই করার তরিকা ২০৩
৩. কুরআন পদদলিত করার তরিকা ২০৪
৪. নাজাসাত বা নাপাকির তরিকা ২০৪
৫. তানকিস বা উলটাকরণের তরিকা ২০৫
৬. তানজিমের তরিকা ২০৬
৭. চতুর্ভুজ অংকনের তরিকা ২০৭
৮. বদনার উপর কুরআন ও কাঁঠালপাতা ঘোরানোর তরিকা ২০৭
৯. চামড়ার জুতা ঘোরানোর তরিকা ২০৮
১০. রোগীর ব্যবহৃত বস্তুতে চিহ্ন দেওয়ার তরিকা ২০৯
জাদুকর কীভাবে চিনবেন ২১২
জাদুকরের চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি ২১৬
ইসলামি শরিয়তে জাদুকরের শাস্তি ২১৬
জাদু, কারামত ও মুজিযার মাঝে পার্থক্য ২১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জাদুর চিকিৎসা

বিচ্ছেদ সৃষ্টির জাদু (سِحْرُ الْفِرَاقِ) ২১৯
জাদুগ্রস্ত হওয়ার আলামত ২১৯
সম্পর্ক ছিন্ন করার জাদু : কারা করে, কেন করে ২২০
সম্পর্ক ছিন্ন করার জাদু কীভাবে করে ২২০
জাদুর চিকিৎসা শুরুর পূর্বে ১২টি করণীয় ২২০
জাদু চিকিৎসার রুকইয়া ২২৫
সুরা ফাতিহা : (পূর্ণ) ২২৫

সুরা বাকারা : আয়াত : ১-৫ ..... ২২৫
সুরা বাকারা : আয়াত : ১০২ ..... ২২৫
রোগী যদি বেহুঁশ হয়, জিনও যদি হাজির হয় ২২৬
রোগী যদি বেহুঁশ না হয়, জিনও যদি হাজির না হয় ২২৮
রোগীর উপর রুকইয়ার তাছির না হলে করণীয় ২২৯
জাদু চিকিৎসার পরে করণীয় ২৩১
পুনরায় জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার আমল ২৩১
মহব্বত বা আসক্তি সৃষ্টির জাদু (سِحْرُ الْمَحَبَّةِ) ২৩৮
মহব্বতের জাদু কেন করে, কীভাবে করে ২৩৯
আসক্তি সৃষ্টির জাদুর উলটা তাছির ২৪০
স্বামীকে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলুন ২৪২
আসক্তি সৃষ্টির জাদুর চিকিৎসা ২৪৫
চোখে ধাঁধা লাগানোর জাদু (سِحْرُ الْتَّخَيُّلِ) ২৪৭
চোখে ধাঁধা লাগানোর জাদুর আলামত ২৪৮
চোখে ধাঁধা লাগানোর জাদুর চিকিৎসা ২৪৮
মানুষকে পাগল বানানোর জাদু ২৫০
পাগল বানানোর জাদুর আলামত ২৫১
জাদুগ্রস্ত পাগলের চিকিৎসা ২৫১
অবসাদ ও উদাসীনতা সৃষ্টির জাদু (سِحْرُ الْخُمُوْلِ) ২৫৩
অবসাদ ও উদাসীনতার জাদুর চিকিৎসা ২৫৩
খেয়ালের জাদু ২৫৪
রোগ সৃষ্টির জাদু (سِحْرُ الْمَرَضِ) ২৫৫
সংযোজন : রোগ সৃষ্টির জাদু-সংক্রান্ত ৫টি ঘটনা ২৫৮
ইসতিহাযা সৃষ্টির জাদু (سِحْرُ الْتَّزْيِفِ) ২৫৯
বিবাহ বন্ধের জাদু ২৬১
চিকিৎসা : এই জাদুতে কেউ আক্রান্ত হলে করণীয় ২৬৩
জাদুর চিকিৎসক সমীপে ২৬৪
জাদুগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা : জরুরি জ্ঞাতব্য ২৬৫
চিকিৎসকের উদ্দেশে সর্বশেষ নিবেদন ২৬৬
জিন ও জাদুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার ১৫ আমল ২৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

বদনজর : অবগতি ও চিকিৎসা **২৭৩**

প্রথম পরিচ্ছেদ : বদনজর সম্পর্কে অবগতি

নজর লাগা সত্য ২৭৪
বদনজর দ্বারা রাসুল সা.-কে হত্যার চেষ্টা ২৭৫
বদনজরের ব্যাপারে ইয়াকুব আ.-এর সতর্কীকরণ ২৭৫
বদনজর সম্পর্কে আরো হাদিস ২৭৬
কারো কারো উপর বদনজর খুব দ্রুত কার্যকর হয় ২৭৭
মুখ লাগা ও নজর লাগা ২৭৮
একই নজর একাধিক ব্যক্তির উপর লাগতে পারে ২৭৮
বদনজরের কারণে কি মানুষ শুধু অসুস্থ হয়? ২৭৯
বদনজর ও হিংসা : আত্মরক্ষায় করণীয় ২৭৯
কারো উপর নজর বা হিংসার সন্দেহ করা অন্যায় ২৮০
বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার ২১ লক্ষণ ২৮৩
লক্ষণ দ্বারা রোগনির্ণয়ে লক্ষণীয় ২৮৪
নজরের রুকইয়ার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ২৮৫
বদনজর থেকে বাঁচার উপায় ২৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বদনজরের চিকিৎসা

গোসলের মাধ্যমে নজরের চিকিৎসা ২৮৭
নজরের চিকিৎসায় প্রচলিত গোসল উদ্দেশ্য নয় ২৮৮
হাদিস থেকে নজরের গোসলের বিবরণ ২৮৯
আবেদন করলে গোসল করা আবশ্যক ২৯০
একই নজরে যদি একাধিক ব্যক্তি আক্রান্ত হয় ২৯১
যদি নজরকারী অনির্দিষ্ট হয় ২৯১
আক্রান্ত ব্যক্তিই যদি নজরকারী হয় ২৯১
রুকইয়ার মাধ্যমে নজরের চিকিৎসা ২৯২
রুকইয়ায় সুফল পেতে আস্থা জরুরি ২৯২
নজরের সংক্ষিপ্ত রুকইয়া **২৯৩**
আয়াতে রুকইয়া সম্পর্কে দুটি কথা ২৯৬
নজরের বিস্তারিত রুকইয়া **২৯৭**

জিন জাদু নজর ও হিংসা থেকে বাঁচার উপায় ৩১২
পরিশেষে ৩১৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : চিকিৎসার জন্য অধিক প্রয়োজনীয় সুরাসমূহ

সুরা ফাতিহা ৩১৬
সুরা বাকারা ৩১৬
সুরা ইয়াসিন (৪১) ৩৩২
সুরা সাফফাত (৫৬) ৩৩৪
সুরা দুখান (৬৪) ৩৩৬
সুরা মুলক (৭৭) ৩৩৭
সুরা মাআরিজ (৭৯) ৩৩৮
সুরা জিন (৪০) ৩৩৯
সুরা আলা (৮) ৩৪০
সুরা গাশিয়াহ (৬৮) ৩৪০
সুরা যিলযাল (৯৩) ৩৪১
সুরা কারিয়াহ (৩০) ৩৪১
সুরা হুমাযাহ (৩২) ৩৪১
সুরা কাফিরুন (১৮) ৩৪১
সুরা ইখলাস (২২) ৩৪২
সুরা ফালাক (২০) ৩৪২
সুরা নাস (২১) ৩৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় সুরাসমূহ

সুরা আলে ইমরান (৮৯) ৩৪৩
সুরা ইউনুস (৫১) ৩৫৩
সুরা হূদ (৫২) ৩৫৯
সুরা হিজর (৫৪) ৩৬৫
সুরা ক–ফ (৩৪) ৩৬৭
সুরা যারিয়াত (৬৭) ৩৬৯
সুরা রহমান (৯৭) ৩৭১
সুরা হাশর (১০১) ৩৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কিছু কথা, কিছু ঘটনা, কিছু পরামর্শ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، أَمَّا بَعْدُ ...

জিন-শয়তান শুধু যে আমাদের উপর আক্রমণ বা আছর করে, এমন নয়; আদি পিতা আদম আ. থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নবী-অলি সবার উপরই সে আক্রমণ চালিয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সা.-ও জিনের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাননি। সাহাবি ও সালাফের উপর জিনের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের অনেক ঘটনা আছে। খোদ রাসুল সা.-এর বিরুদ্ধে জিন-শয়তানের অনাচারের ঘটনাও কম নয়। বক্ষ্যমাণ কিতাবে এমন কিছু ঘটনা ও এর প্রতিকারে রাসুল সা.-এর আমল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

জিনের আক্রমণ ও রাসুল সা.-এর আমল

এখানে তার কিছু নমুনা দেখুন,

ক. রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপর ইহুদি লাবিদ বিন আসমের জাদু করার ঘটনা।[১] উল্লেখ্য যে, জাদুর ক্রিয়া জিনের মাধ্যমেই হয়।[২]

খ. নামাযের মধ্যে রাসুল সা.-এর চেহারা ঝলসে দেওয়ার জন্য জিনের চেষ্টা করার ঘটনা।[৩]

গ. নামাযে বিঘ্ন ঘটাবার উদ্দেশ্যে রাসুল সা.-এর সামনে হাজির হওয়ার ঘটনা।[৪]

ঘ. মিরাজের রাতে আগুন নিয়ে রাসুল সা.-এর পিছু নেওয়ার ঘটনা।[৫]

শুধু ঘটনার বিবরণ দেওয়া মাকসাদ নয়। বরং আমাদের দেখতে হবে, রাসুল সা. জিনের এসব আক্রমণের প্রতিকারে কী করেছেন? রাসুল সা. যা করেছেন, তা আমাদের জন্যও করণীয়। তাতেই রয়েছে জিন তাড়াবার কার্যকরী নির্দেশনা। জিনের অব্যর্থ প্রতিকার। অনুসন্ধানে দেখা যায়...

---

১. সহিহ বুখারি : ৫৭৬৩ ও ৫৭৬৬ এবং মুসলিম : ২১৮৯।

২. শিরোনাম : 'জিন ও জাদুকরের চুক্তি'।

৩. সহিহ মুসলিম : ৫৪২।

৪. ইমাম নাসায়ি রহ.-এর আসসুনানুল কুবরা : ১১৩৭৫।

৫. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক রহ., পৃষ্ঠা : ৬২।

ক. জিনের সাহায্যে ইহুদি লাবিদের করা জাদু রাসুল সা. আল্লাহর কালাম সুরা ফালাক ও সুরা নাস দ্বারা ধ্বংস করেছেন।

খ. নামাযের মধ্যে শয়তান আগুন দ্বারা রাসুল সা.-এর চেহারা ঝলসে দিতে চাইলে রাসুল সা. দোয়াবাক্য দ্বারা তার প্রতিকার করেছেন।

গ. রাসুল সা.-এর নামাযে শয়তান বিঘ্ন ঘটাতে চাইলে রাসুল সা. তাকে ধরে ফেললেন।

ঘ. শয়তান মেরাজের রাতে রাসুল সা.-এর ঊর্ধ্বগমনে বিঘ্ন ঘটাতে চাইল। রাসুল সা. জিবরাইল আ.-এর শেখানো দোয়াবাক্য দ্বারা শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন।

সুতরাং জিনের প্রকোপ থেকে বাঁচা ও জিন তাড়াবার অব্যর্থ উপায় হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করা। সাথে মাসনুন দোয়া ও রুকইয়ার আয়াত পাঠ করা। সাহাবায়ে কেরামও জিনের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। তাহলে আমরা কেন তাবিজের জন্য ভণ্ডদের দুয়ারে দুয়ারে ফিরি? আমরা কেন জিন তাড়াবার জন্য ভণ্ড পীর-ফকিরদের আস্তানায় নজর-নিয়াজ করি? কেন জিন তাড়াবার জন্য শয়তানের জালে নিজ থেকে গিয়ে বন্দি হই? কেন শয়তানের পাতানো ফাঁদে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করি?

চিকিৎসার ময়দানে আমার পদার্পণ ও অভিজ্ঞতা

আমি যখন দেখলাম মানুষ শয়তান থেকে বাঁচতে শয়তানের আশ্রয় গ্রহণ করে, মানুষ শয়তানের জাল ছিঁড়তে শয়তানের আস্তানায় ভিড় জমায়। সমাজের এই চিত্র আমাকে ভীষণ মর্মাহত করে। আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি, মানুষ অনবরত শয়তানের জালে ফেঁসে যাচ্ছে। মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান তার আক্রমণ ক্রমে শানিত করছে। এখন ঘরে ঘরে জিনের রোগী। কিন্তু নিরাপদ চিকিৎসার খুবই অভাব। ফলে বাধ্য হয়ে মানুষ ভণ্ডদের দ্বারস্থ হচ্ছে। সুযোগে শয়তান তাদের ঈমান নিয়ে খেলছে। মানুষের ঈমানহরণে শয়তানের এই সফলতা আমাকে বিচলিত করে।

তাই পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সীমিত জানাশোনার ভিত্তিতে আমি কাজ শুরু করি। পড়াশোনা অব্যাহত রাখি। চলতে চলতে বাড়তে থাকে অভিজ্ঞতাও। এ সম্পর্কে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিস্তারিত লিখেছি। জিনের সাথে লড়তে গিয়ে আমাকে কী কী অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে, তারও কিঞ্চিৎ বিবরণ সেখানে রয়েছে। তবে আল্লাহর রহমতে পরিস্থিতি আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, দমাতে পারেনি।

এই ময়দানের দীর্ঘ পথ চলায় যা কিছু দেখেছি, তার মাঝে একটি অভিজ্ঞতা বার বার আমাকে হতাশ করেছে। অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত, অথচ সমাজে তা সুদূর বিস্তৃত। সমাজের অলিতে-গলিতে শয়তানের দোসরদের এই ব্যাপক উপস্থিতি আমাকে যারপরনাই শঙ্কিত করেছে। হতাশা আমাকে বার বার প্রশ্ন করেছে, মানুষ তাহলে যাবে কোথায়? কার কাছে যাবে?

বিলকুল অতিরঞ্জন না করে নিরেট সত্যটাই আমি আপনাদের বলছি। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত একটি তাবিজও পাইনি। যা পেয়েছি, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ঈমান ও আকিদার সাথে চরম সাংঘর্ষিক। সমাজের দৃষ্টিতে তারা আল্লাহর কুতুব। অথচ তাবিজ লেখে নাপাক বস্তু দিয়ে। আর সাহায্য চায় শয়তানের কাছে। দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত তাবিজের সয়লাব সমাজময়।

হায়! শয়তান তাড়াবার তাবিজে যদি শয়তানের কাছেই সাহায্য কামনা করে, তাহলে শয়তান যাবে, না আসবে? নবী, অলি, ফেরেশতা যেই হোক না কেন, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্যের আবেদন করা কি জায়েয? শিরক হলো শয়তানের ফাঁদ। শয়তানের ফাঁদে প্রবেশ করে কীভাবে শয়তানের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব? তদবিরকারী কবিরাজই যখন রোগীর সাথে জিন বেঁধে দেয়, তখন রোগীর মুক্তি কীভাবে সম্ভব?

জিন তাড়ানো, জাদু ধ্বংস করা ও নজর থেকে মুক্তির তাবিজের নামে সমাজে এখন এসবেরই দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ অভিজ্ঞতা খুবই বেদনাদায়ক।

চিকিৎসায় সফলতার জন্য রোগী তাবিজমুক্ত হওয়া শর্ত

তাই আমি তাবিজমুক্ত চিকিৎসার দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু তাবিজের সয়লাবে ভাসমান মানুষ বারবার তাবিজই তাকাযা করে। বিধি-নিষেধ মেনে চলা, আমলে মনোযোগী হওয়া ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জিন তাড়াবার পদ্ধতি তাদের কাছে ভারী মনে হয়। সব বুঝিয়ে-সমঝিয়ে বলার পরেও বলে, তারপরও একটি তাবিজ দেন। কেউ কেউ তাবিজে ব্যর্থ হয়ে আমার কাছে আসে। কিন্তু তারপরও তাবিজ ছাড়তে রাজি হয় না। বলে, ওটা থাকুক। আপনি চিকিৎসা করুন।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে বুযুর্গ হিসাবে পরিচিত লোকদের তাবিজও শিরকমুক্ত নয়। তারাও তাবিজ লেখেন নাপাক কালি দিয়ে, তাবিজের মধ্যেও ভরে দেন নাপাক বস্তু; অথচ শিরক ও নাপাকের সাথে শয়তানের গভীর সখ্য। একইসাথে যখন উপলব্ধি করলাম যে, তাবিজধারী ও তাবিজে বিশ্বাসী

রোগীদের চিকিৎসা বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে, আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম, তাবিজধারী ও তাবিজে বিশ্বাসী রোগীদের চিকিৎসা আমি করব না। তাবিজ ছাড়লে আছি। তাবিজ থাকলে আমি নাই।

তাই চিকিৎসার শুরুতেই আমি তাবিজ ধ্বংস করে ফেলতে বলি। অস্বীকার করলে আমিও চিকিৎসা করতে অস্বীকার করি। কারণ এসব তাবিজ রোগীর উপর শয়তানের হস্তক্ষেপের রাস্তা উন্মুক্ত করে। তাহলে জেনে-বুঝে কে যায় বেকার সময় নষ্ট করতে? ব্যর্থতার বার্তা পেয়েও নিষ্ফল শ্রম দিতে?

তাবিজের রোগীরা তাবিজমুক্ত হতে পারে না কেন?

তাবিজের চিকিৎসায় শয়তান দূর হয় না; বরং তাবিজের শিরকে খুশি হয়ে সামান্য ছাড় দেয় মাত্র। আপনি জিনের রোগীদের গলায় কোমরে সর্বদা তাবিজ ঝুলানো দেখবেন। দেখবেন সেগুলো বারবার নবায়ন করতেও। মরণ পর্যন্ত যদি তাবিজ ঝুলাতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তা নবায়নও করতে হয়, তাহলে এটা কি চিকিৎসা, না আযাব? এই আযাবি চিকিৎসার সারমর্ম হলো, ঈমান হারিয়ে সামান্য সুবিধা। সাথে মানসিক অশান্তি, শারীরিক ভোগান্তি ও খরচে খরচে পকেটের ক্লান্তি। সুস্থতা ও অসুস্থতার দোলাচলে ভোগা একরাশ হতাশা। সাথে জিনের থেকে মুক্তি অসম্ভব-এর অবাস্তব অনুভূতি।

কুরআনি চিকিৎসাই স্থায়ী ও নিরাপদ চিকিৎসা

কিন্তু সমাজে যখন শিরক ও বিদআতে লিপ্ত ভণ্ড তাবিজব্যবসায়ী কবিরাজদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, জিনের চিকিৎসা মানেই যখন শিরকি তাবিজের অতিরিক্ত ব্যবহার, তখন কুরআনি চিকিৎসার লাগাতার সফলতা আমাকে সাহস যোগাচ্ছিল। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল, এই নিরাপদ পদ্ধতি যদি সমাজে ব্যাপক করা যায়, তাহলে মানুষ তা সাদরে গ্রহণ করবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার বিশ্বাস সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

এখন বাজারে এ সংক্রান্ত অনেক বই। কিন্তু আমি যখন কলম ধরি, তখন বাজারে এ সংক্রান্ত কোনো বাংলা বই ছিল না। অন্তত আমার জানা ছিল না। আমার ভালো লাগছে যে, তরুণ আলেম প্রজন্ম এখন ব্যাপকভাবে এ দিকে ঝুঁকছে। সাধারণ মানুষও নিরাপদ বিকল্প হিসাবে এই পদ্ধতি সাদরে গ্রহণ করছে। তাহলে শয়তানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

বক্ষ্যমাণ কিতাবের মাধ্যমে আমি এ পয়গামই দিতে চেয়েছিলাম যে, কুরআনি চিকিৎসাই 'জিন জাদু ও নজরে'র স্থায়ী ও নিরাপদ চিকিৎসা। পাঠকের প্রতিক্রিয়া

থেকে আমি নিশ্চিত, কিছু অন্তর হলেও আমার বার্তাটা গ্রহণ করেছে। আমি সাহসী আলেমদের এক্ষেত্রে আরো অংশগ্রহণ কামনা করি। আলেমরা সচেতন হলে শয়তান পালাবার পথ খুঁজে পাবে না, ইনশাআল্লাহ। হেফাজতে ঈমান ও ইসলামই তো আলেমের দায়িত্ব।

চিকিৎসার কিছু ঘটনা, যা আপনাকে পথ দেখাবে

চিকিৎসা করতে গিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যা অনেক সময় চিকিৎসককে ভড়কে দেয়। হতাশ করে দেয়। তাই আমি এখানে আমার কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি, যা আপনাকে হতাশার সময়ে আশার আলো দেখাবে। ভয়ের সময় সাহস যোগাবে। সমাজে যখন জিন ও জাদুর চিকিৎসার নামে শিরক ও কুফরের রমরমা অবস্থা, এসব ঘটনা তখন আপনাকে কুরআন ও মাসনুন দোয়ানির্ভর চিকিৎসার প্রতি আস্থা যোগাবে, ইনশাআল্লাহ।

ঘটনা : চিকিৎসার নামে জাদুর প্রয়োগ

বাড়ি বগুড়া। ইউনিভার্সিটি-পড়ুয়া মেয়ে। বহু বছর ধরে তার বিবাহ আটকে আছে। বিবাহ যখনই ঠিকঠাক হয়ে আসে, মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাংঘাতিক অসুস্থ। ফলে বিবাহ আর হয় না।

তখন মেয়েটির এক ভাই চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসায় পড়ে। আমার ছোট ছেলে হাফেজ ওয়ালী উল্লাহর সহপাঠী, ছাত্রভাই। সেই সুবাদে তারা আমার 'জিন জাদু ও নজর' বইটির সন্ধান পায়। পরে মোবাইলে আমার সাথে মেয়েটির বড় ভাই যোগাযোগ করে।

আমি সাধারণত কোথাও গিয়ে চিকিৎসা করি না। বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকে। শরীরও আগের মতো সফরে উৎসাহিত হয় না। তবু মেয়েটির ভাইয়ের নাছোড় অনুরোধের পর আমি বগুড়া গেলাম। রুকইয়ার আয়াতগুলির দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলাম। কিন্তু কোনো তাছির দেখতে পেলাম না। আমি তখন শাস্তিমূলক সুরাগুলির দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে আরম্ভ করলাম। সাথে সাথে মেয়েটি বমি করল। আমি ঝাড়ফুঁক বন্ধ করে দিলাম। জিনকে আর শাস্তি দিলাম না। বললাম, ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আমার বইয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে কতগুলি আমল শিখিয়ে দিলাম, যা নিম্নরূপ,

ক. জিন থেকে আত্মরক্ষার ১২ আমল।
খ. জিন থেকে আত্মরক্ষার রাত্রিকালীন ৯ আমল।
গ. জাদু নষ্ট করার ৭ আমল।
ঘ. জিন ও জাদুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার ১৫ আমল।

ঙ. ব্যথার স্থানে কালোজিরার তেল মালিশ করবে।[১]
চ. তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে বেশি ভালো।
এই আমলগুলি দিয়ে আমি চলে এলাম। মেয়েটি কয়েক মাস ভালো। তারপর আবার উৎপাত। আমাকে সংবাদ দেওয়া হলো। আমি দ্বিতীয়বার গেলাম। রাতের সফরের কারণে শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। তবে তা সত্ত্বেও মুনাসিব সময় নির্ধারণের জন্য সব ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। সব শুনে আমার মনে হলো, একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে রুকইয়া করতে হবে। সার্বিক অবস্থা একটু পর্যবেক্ষণের বিষয়ও ছিল। এ দিকে ছিল বিশ্রামের প্রচণ্ড তাকাযা। তাই রুকইয়ার জন্য এশার নামায পরবর্তী সময় নির্ধারণ করলাম। সবাইকে বললাম প্রস্তুত থাকতে।

আমি যখন ঘুম থেকে জাগি, তখন সকাল নয়টা। আমাকে ঘুম থেকে জাগতে দেখেই মেয়েটির বড় ভাই ছুটে এলো। বেশ অস্থির। বলল, আমার বোনও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন স্বপ্নে জিনটি মানুষের সুরতে তার কাছে আসে। অনুরোধের সুরে বলে, 'তোমরা নোমানীর দ্বারা আর চিকিৎসা কোরো না। তার বইটি ঘর থেকে সরিয়ে ফেলো। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না; বরং উপকার করব। তাকে বিদায় করে দাও'।

আমি বুঝতে পারলাম, এই দীর্ঘ ৭-৮ মাস ধরে উপরিউক্ত আমলগুলো করার কারণে জিন এখন যথেষ্ট দুর্বল। রোগীর দেহ হতে বের হতে চায়, কিন্তু সে বের হতে পারছে না। হয়তো জাদুর মাধ্যমে মেয়েটির সাথে জিনটিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হয়তো সেই জাদুর উপকরণ এখনো বহাল আছে। তার কার্যকারিতাও এখনো অব্যাহত রয়েছে। ফলে দুর্বল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জিনটি বের হতে পারছে না। এমন কিছু হলে জিনটিও অসহায়। ক্রমাগত আমল তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তাই এখন আমার কাজ হলো ওই তাবিজ খুঁজে বের করা এবং নষ্ট করে ফেলা। বের হয়ে যেতে জিনটিকে সহযোগিতা করা। কিন্তু ওই তাবিজ খুঁজবো কোথায়? আর পাবো কীভাবে?

সারাদিন আল্লাহর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করলাম। আর তাদেরকে বললাম, আমি আসার সাথে সাথেই জিন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এটা ওর দুর্বলতার লক্ষণ। সুতরাং চিকিৎসায় সফলতার ব্যাপারে আমি দৃঢ় আশাবাদী। আপনারা দোয়া করুন।

এশার নামাযের পর তাবিজের খোঁজ লাগালাম। শুরুতেই সবাইকে বললাম, এই বাড়িতে তাবিজ আছে। বের করুন। রোগীর ভাইয়েরা অস্বীকার করল।

[১] কালোজিরার তেল মালিশ করার নিয়ম সম্পর্কে জানতে বইয়ের ২৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম, তাবিজ অবশ্যই আছে। কিন্তু তারা বরাবরই অস্বীকার করে। একপর্যায়ে আমি রাগতস্বরে বললাম, তাবিজ বের করুন। অন্যথায় আমি চিকিৎসা করব না। আমার চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। তখন মেয়েটির মা তাবিজের কথা স্বীকার করল।

এখানে পাঠককে একটি কথা বলে রাখি। তাবিজের কথা অস্বীকার করা রোগী ও তার অভিভাবকদের একটি কমন সমস্যা। প্রায় সকলের মাঝে এই প্রবণতা দেখা যায়। এর একটি কারণ তো এই, অনেক সময় তাবিজের কথা তারা বাস্তবেই ভুলে যায়। বিশেষত যখন তা অনেকদিন পূর্বের হয়। তখন আপনার করণীয় হলো, অভিভাবকদের উপর দৃঢ়তার সাথে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা। তাহলে চাপে পড়ে হলেও তারা গভীরভাবে অতীত মন্থন করবে এবং বাস্তবে এমন কিছু থাকলে তাদের স্মরণ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর কাছে সফলতার দোয়া ও সাহায্যপ্রার্থনাও অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে তাবিজের কথা স্মরণ না হলেও উপায় বের হয়ে আসবে। জিন নিজেই তাবিজের স্থান বলে দিবে। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

তবে অধিকাংশ সময় রোগী ও অভিভাবকেরা জেনে-বুঝেই তাবিজের কথা অস্বীকার করে। কারণ এই তাবিজ তারা বিপুল টাকা খরচ করে গ্রহণ করেছে। এখন আপনি বলছেন, তাবিজ ধ্বংস করে দিতে; কিন্তু আপনি চিকিৎসায় সফল হবেন, এর নিশ্চয়তা কী? আপনি যদি (আল্লাহ না-করুন) ব্যর্থ হয়ে যান, তাহলে তাকে আবার তাবিজ গ্রহণ করতে হবে। তাই সে পয়সা বাঁচানোর জন্য জেনে-বুঝেই তাবিজের কথা অস্বীকার করে।

এমন কিছু উপলব্ধি করতে পারলে চিকিৎসা করা থেকে বিলকুল বিরত থাকতে হবে। কারণ যারা কুরআনের আয়াত ও মাসনুন দোয়ার চিকিৎসার প্রতি আস্থাশীল নয়, চিকিৎসা তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। তাই কোনোভাবে তাবিজের উপস্থিতির কথা উপলব্ধি করতে পারলে, যেকোনো মূল্যে তা বের করার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় চিকিৎসার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবেন।

যাই হোক, আমার দৃঢ়তার কারণে মেয়ের মা একপর্যায়ে তাবিজের কথা স্বীকার করলেন। বললেন, ৭ বছর পূর্বে একজন হুজুর এসে তাবিজের সাথে ৪টি লোহা দিয়ে বলেছিল, ঘরের চার কোনে পুঁতে রাখার জন্য। আমি তখন বললাম, শাবল লও এবং মেঝে ভেঙে তা বের করো। বের করার পর তা নদীতে ফেলে দিতে বললাম।

আলহামদুলিল্লাহ, এবার রুকইয়ার আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার পর মেয়েটি যেন তার নতুন জীবন ফিরে পেলো। এর কিছুদিন পর তার বিবাহও হয়ে যায়। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

পুনশ্চঃ গভীরভাবে খেয়াল করার বিষয় হলো, ঘরের কোণ থেকে উদ্ধার করা ওই লোহাগুলো মেয়ের অভিভাবকেরাই সংগ্রহ করেছিল। আবার এই লোহাগুলোর কারণেই মেয়েটির অসুস্থতা প্রলম্বিত হচ্ছিল। প্রশ্ন হতে পারে, সুস্থতার জন্য সংগ্রহ করা লোহার কারণে কেন অসুস্থতা দীর্ঘায়িত হবে? এই প্রশ্নের সমাধান জানা প্রত্যেক পাঠকের জন্য জরুরি।

জাদু করে জাদুকরেরা। তবে তা করা হয় জিনের মাধ্যমে। জিনের সম্পৃক্ততা ব্যতীত জাদু হয় না। খবিস জিনদের দুষ্টচক্র রয়েছে। মানুষের ক্ষতি করার জন্য তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে। সঙ্ঘবদ্ধ জিনদের কেউ এই জাদুকরকে সাহায্য করে। এই জিনদের মাঝে পারস্পরিক যোগসাজশ থাকে। ফলে জিনদের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে ওঠে জাদুকরদের মাঝেও। সুতরাং জাদুর জগতে জিন-জিন, জাদুকর-জাদুকর ও জিন-জাদুকরের একটি সঙ্ঘবদ্ধ চক্র সক্রিয়। মজবুত নেটওয়ার্কের আওতায় তারা একে অন্যের সহযোগিতা করে।

ধরুন, আপনার কোনো আত্মীয় অসুস্থ হলো। তার উপর জাদু করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য আপনি গেলেন এক কবিরাজের কাছে। সেও কিন্তু জাদুকর। এরা কবিরাজ, ফকির বাবা, ওঝা, এসব নামে পরিচিত। মূর্খ ও অসচেতন মানুষ তাদের কারামতধারী বুযুর্গ মনে করে। অথচ সে একজন জঘন্য জাদুকর। মানবসমাজে খবিস শয়তানের মানবরূপী এজেন্ট।

চিকিৎসার জন্য আপনি যখন তার কাছে যাবেন, তাদের নেটওয়ার্কে এ নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। এরপর কোনো কবিরাজই তাদের সঙ্ঘবদ্ধ সিদ্ধান্তের বাইরে আপনাকে চিকিৎসা দিবে না। বরং আপনার থেকে টাকা নিয়েই আপনার বিরুদ্ধে জাদুর অসমাপ্ত কাজ সমাধা করবে। আপনার মাধ্যমেই আপনার বিরুদ্ধে জাদু করবে। কষ্টসাধ্য কাজটা আপনার মাধ্যমে সহজে সমাধা করবে। অথচ আপনি মহাখুশি।

কারণ চিকিৎসা গ্রহণ করার পর থেকে আপনি বা আপনার আত্মীয় সুস্থতা অনুভব করছে। ফলে আপনি দ্বিতীয়বারও তার কাছে যাবেন, যেহেতু উপকার পেয়েছেন। কিন্তু আপনি আর চক্র থেকে বের হতে পারেন না। চিকিৎসা নিয়েছেন। রোগী সুস্থ। কিছুদিন পরে আবার অসুস্থ। আবার চিকিৎসা। এভাবে

আবর্তিত হতে থাকবেন। বাল্যকালে শুরু, বার্ধক্যে শেষ। সারা জীবন সুস্থতা ও অসুস্থতার চক্রাবর্তে বন্দি আপনার জীবন। আরেকটু খোলাসা করছি।

চিকিৎসার নামে আপনি জাদু গ্রহণ করার পর জিন ও জাদুকর আপনাকে কিছুদিনের জন্য ছাড় দেয়। এটা তাদের পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। ফলে আপনি আশ্বস্ত হন এবং চক্রের মাঝে স্বেচ্ছায় বন্দি হন। জিন ও জাদুকর যদি আপনাকে এই ছাড় না দিতো, তাহলে আপনি কিছুতেই স্বেচ্ছায় এই জালে ফাঁসতেন না। এটা হলো বড়শি দিয়ে মাছ ধরার মতো। সুযোগ দিয়ে পাকড়াও করা।

আমার এই ব্যাখ্যা যদি আপনার মনঃপূত না হয়, তাহলে বলুন, লোহাগুলো কে গ্রহণ করেছিল? কবিরাজ ডেকে মেয়েটির পরিবার গ্রহণ করেছিল। তাহলে লোহাগুলো ধ্বংস করার পূর্ব পর্যন্ত মেয়েটি সুস্থ হলো না কেন? আমরা এসব দেখি, কিন্তু ভেবে দেখি না।

আমি শুধু ঘটনা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কথা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তবে আরেকটু কথা না বললেই নয়। যদি জাদুর উপকরণের সন্ধান না পান, তখন কী করবেন? নিশ্চিন্ত থাকবেন এবং আমল অব্যাহত রাখবেন। আমলের কারণে জিন ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকবে এবং জাদুর জালও একে একে ছিন্ন হতে থাকবে। একপর্যায়ে জাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং জিন ভেগে যাবে। যদি নিজের থেকে এসে থাকে, তাহলে তো খুব সহজেই যাবে। কারণ আপনার আমল ওর মাঝে জ্বলন সৃষ্টি করবে এবং সে ভাগতে বাধ্য হবে। তবে বেঁধে দেওয়া জিন তাড়াতে একটু বেশি সময় লাগবে। শেষমেশ যেতে হবে, এটা নিশ্চিত। হ্যাঁ, একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানুষের মতো জিনের মাঝেও সন্ত্রাসী চক্র আছে। ওরা দুর্বল জিনদের বাধ্য করে মানুষকে কষ্ট দিতে। কখনো অবাধ্য হলে শাস্তি দেয়। কখনো জাদুর মাধ্যমে অন্ধ বানিয়ে দেয়। তাই এই বেঁধে দেওয়া নিরুপায় জিনগুলো ভেগে যাওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। পথ খোঁজে। কিন্তু আতঙ্কের কারণে সাহস করে না। কিন্তু আপনি যদি তখন শাস্তিমূলক সুরা ও মাসনুন দোয়ার মাধ্যমে ওই জিনের উপর বড় আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে ভাগার রাস্তা জিন নিজেই বের করে নিবে। এমনকি ঝুঁকি নিতেও বাধ্য হবে।

আর যদি জাদুর জালে বন্দি হয়ে আত্মরক্ষার্থে আপনার উপর হামলা করে থাকে, তাহলে আপনার আমল, কুরআন তিলাওয়াত ও মাসনুন দোয়াপাঠ জাদুর জাল ছিন্ন করে ওকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করবে। ক্রমে ওর অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে এবং বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা ও নিজেই খুঁজে নিতে পারবে। এমন পর্যায়ে এসে

জিন অনেক সময় বের হওয়ার জন্য চিকিৎসক ও রুকইয়াকারীর সাহায্য চায়। তখনকার করণীয় সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

চিকিৎসার প্রতিটি পর্বে আল্লাহ আপনার সহায় হোন। শয়তানের সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করুন। আমিন।

ঘটনা : কবিরাজ সেজে জিনের লোভ দেখানো

চট্টগ্রাম গেলাম। রোগিণী কয়েক সন্তানের জননী। অনেক বছর ধরে জিনগ্রস্ত। ডাক্তার, ওঝা, ফকির, কবিরাজ–কারো চিকিৎসাতেই কাজ হচ্ছে না। তাকে ঝাড়ফুঁক করতে না করতেই প্রথমে মুখ বন্ধ, কথা বলতে পারছে না। পরে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ঝাড়ফুঁক বন্ধ করে উঠে এলাম। বললাম, তাকে ঘুমাতে দাও। পরে ঘুম থেকে জাগলো। আলহামদুলিল্লাহ, পূর্ণ সুস্থ। পরের দিন বাড়ি চলে এলাম।

১৫ দিন পর মহিলার স্বামী ফোন করে বললেন, হুজুর, আমার স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলেন। মহিলা বললেন, আজ ভোরে ফজরের নামায বাদ ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখি মানুষের সুরতে জিনটি এসে বলছে, আমি তোমাদের উপকার করব। এই দেখো, আমি তোমাদের জন্য পেস্তা বাদাম নিয়ে এসেছি। এগুলো খাবে। আর হাতে এই তাবিজটি ব্যবহার করবে। খবরদার, নোমানীর চিকিৎসা নিবে না। তার বই ঘরে রাখবে না। আমার তাবিজ ব্যবহার করলেই তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘুম থেকে জাগার পর আপনি কী করেছেন? মহিলা বললেন, আমি পেস্তা বাদাম ছয়তলার উপর থেকে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছি। এখন হুজুর তাবিজটা কী করব?

আমি বললাম, গ্যাসের চুলায় পুড়িয়ে ফেলুন। আর দিনে হোক বা রাতে, যখনই ঘুমাবেন, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে শরীরে ফুঁক দিতে ভুলবেন না। তাহলে ঘুমের মাঝে আপনাকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারবে না।

পুনশ্চঃ ঘটনার শুধু মূল অংশটুকু খুব সংক্ষেপে লিখলাম। এ ঘটনায় আমরা দেখলাম, শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো উপায়ই অবহেলা করে না। সে লোভ দেখায়। চিকিৎসাও দেয়। উক্ত মহিলা আল্লাহর রহমতে খুব সহজেই শয়তানের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন প্রতারণার শিকার হলে ফেঁসে যায়। এরপর গভীর থেকে আরো গভীরে নিমজ্জিত হতে থাকে।

আচ্ছা ওই পেস্তা বাদামগুলো আসলে কী ছিল? আসলে ওটা ছিল জাদুর উপকরণ। ওতে জাদু করা ছিল। শয়তান রোগীকে জাদু গেলানোর জন্য আকর্ষণীয় উপকরণ নিয়ে এসেছিল। ক্রমাগত আমলে সে যখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, তখন জাদুকে শক্তিশালী করার জন্য সে ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে।

একইভাবে ওই তাবিজটাও ছিল জাদুর তাবিজ। শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য রোগিণী যখন লাগাতার আমল করছিল, তখন শয়তান নিজে এসে তাবিজ দিয়ে যাওয়ার আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তানের এই প্রতারণা বোঝে না। তাদের কাছে স্বপ্নে পাওয়া ফল, আর স্বপ্নে পাওয়া তাবিজ, দুনিয়ার সবচেয়ে দামি বস্তু। অব্যর্থ চিকিৎসাপত্র। ফলে স্বপ্নে পাওয়া চিকিৎসার নামে সমাজে ফিতনার বিশাল ঘনঘটা।

আচ্ছা ওই মহিলা যদি স্বপ্নে পাওয়া ফল খেতো এবং তাবিজ ব্যবহার করত, তাহলে কী হতো? আমি আপনাদের বলছি, সে আসলেই কিছু দিনের জন্য সুস্থ হয়ে যেত। কারণ ঈমানের বিনিময়ে যদি আপনি সুস্থতা ক্রয় করেন, তাহলে শয়তান এ সওদা করবে না কেন? শয়তানের কাছে তো আপনার সুস্থতা-অসুস্থতা বিলকুলই মুখ্য নয়। সে আপনার ঈমান চায়। তাই ঈমানের বিনিময়ে সে যেকোনো কিছু দিতেই রাজি আছে।

কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সে অসুস্থ হতো। কারণ স্থায়ীভাবে সুস্থ হয়ে গেলে তো রোগী শয়তানের আস্তানায় আর হাজিরা দিবে না। বরং শয়তানের ডাকে সাড়া দেওয়ার পর সুস্থতা ও অসুস্থতার ফাঁদে ফেলে তাকে আরো বড় মিশনের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হতো। তাকে কবিরাজ বানিয়ে দেওয়া হতো। শয়তানের পাতানো খেলায় তার ফুঁতে হাজারো মানুষ সুস্থতা লাভ করত। শয়তান এভাবে জায়গায় জায়গায় জাদুর আস্তানা গড়ে তুলে মানুষের ঈমান হরণ করে। কিন্তু মানুষ বুঝলে তো!

ঘটনা : জিনের বিদায়ে বিশ বছর পর দীর্ঘ ঘুম

নারায়ণগঞ্জের পাগলায় গেলাম। স্ত্রী জিনগ্রস্ত ২০ বছর ধরে। ২-৩টা সন্তান। তাবিজের চিকিৎসা, ডাক্তারি চিকিৎসা সব ব্যর্থ। তাহলে সংসার চলবে কী করে? শ্বশুরবাড়ির লোকজন পরামর্শ দিলো, তুমি দ্বিতীয় বিবাহ করো। বাধ্য হয়ে তিনি তা-ই করলেন। কিন্তু পেরেশানি কি দূর হলো? রোগী সারা রাত নির্ঘুম কাটায়। রাত নেই, দিন নেই, হঠাৎ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। দিনের পর দিন কে করবে পাহারাদারি?

তার ছেলেরা মাদরাসায় পড়ে। ওদের মাধ্যমেই তিনি 'জিন জাদু ও নজর' বইয়ের সন্ধান পান। সেই সূত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। এর এক মাস পরে আমি ঢাকায় আসি। তখন তিনি সদরঘাট থেকে আমাকে রিসিভ করে বাসায় নিয়ে আসেন।

সারাদিন বিশ্রাম নিলাম। রোগী সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। চিকিৎসার জন্য এটা জরুরি। বিস্তারিত না জেনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। রাতে এশার নামাযের পর রুকইয়ার আয়াতগুলি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে শুরু করলাম।[১] ডান কানে কয়েকটা ফুঁ দেওয়ার পর প্রথমে মুখ আটকে যায়। একদমই কথা বলতে পারে না। কিন্তু চিকিৎসা অব্যাহত থাকল।

একপর্যায়ে সে কথা বলতে শুরু করল। তবে একটু পরেই ঘুমে কাতর হয়ে পড়লো। আমি আলহামদু লিল্লাহ বলে ঝাড়ফুঁক বন্ধ করে দিলাম এবং বললাম, আশা করি, আল্লাহর রহমতে চিকিৎসায় আমরা সফল হয়েছি। রোগিণীকে কেউ জাগাবেন না। যত ঘুমাতে পারে ঘুমাক।

পরের দিন সকাল ৯-১০টায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। এতে ঘরের সবাই অবাক হয়ে যায়। স্বামী বলেন, একে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দৈনিক রাতে ৭টা ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াতে হয়। তাহলে একটু ঘুমায়। বাকি রাত একা একা বক বক করে কাটায়। এত দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমাতে এই ২০ বছরে আর কখনো দেখিনি। আল্লাহর শোকর, রোগিণী এখন পূর্ণ সুস্থ।

পুনশ্চঃ ডাক্তারি চিকিৎসা যখন লাগাতার ব্যর্থ হতে থাকে তখন রুকইয়ার চিকিৎসা করানো জরুরি। কারণ জিনের রোগী ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছুতেই সুস্থ হবে না। ডাক্তারি পরীক্ষায়ও জিনগত সমস্যা ধরা পড়বে না। তবে চিকিৎসার নামে জাদুর তাবিজও বেফায়েদা, যা এই ঘটনায় আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তদবির ও সঠিক তদবির, দুটোই জরুরি।

ঘটনা : জিনের সাহায্যের জন্য ঠাকুরের এগিয়ে আসা

কুয়াকাটার এক রোগিণী। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে। দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে আছে শুধু এক কন্যাসন্তানের মায়ার উপর। সন্তানের জন্য বাবা এমন স্ত্রীকেও ঘরে রেখেছে। তাহলে বুঝুন, এই নারী কতটা অসহায় নিজের কাছে। আর কতটা অসহায় স্বামীর কাছে। সব মিলিয়ে কী এক দুরবস্থা তার জীবনে। অভিভাবকদের জন্যও সে কত বড় দুশ্চিন্তার কারণ। শয়তান এভাবে

[১] 'আয়াতে রুকইয়া (ঝাড়ফুঁকের ১৬ নম্বর)'

মানুষের জীবন জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে। অথচ ইসলাম মেনে কত সহজে শয়তানকে পরাজিত করা সম্ভব।

যাই হোক, মেয়েটির বাবার অনুরোধে আমি সেখানে গেলাম। রুকইয়ার আয়াতগুলি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে ১২টি আমল দিয়ে চলে এলাম। ধারণা করেছিলাম, সমাধান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ৭-৮ মাস পর আবার জিনের উৎপাত। আমার সন্দেহ হলো, তারা হয়তো আমার পরামর্শ যথাযথ অনুসরণ করেনি। এই দুর্বলতার সুযোগে জিন আবার হানা দিয়েছে।

দ্বিতীয়বার গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি চলে যাওয়ার পর আপনারা কি আবার তাবিজের চিকিৎসা নিয়েছেন? তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তখন বললাম, তাহলে আগের চিকিৎসার তাবিজ এখনো অবশ্যই বিদ্যমান আছে। ঘরের ভেতরে হোক বা বাইরে আর মাটির উপরে হোক বা নিচে, তাবিজ অবশ্যই আছে। বের করুন। অন্যথায় আমি চলে যাবো।

আমি তাদের উপর চাপ অব্যাহত রাখলাম। সাথে অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। আমার অনড় অবস্থানের কারণে একপর্যায়ে তারা স্বীকার করল। এরপর বিভিন্ন ধরনের তাবিজের পোকটা-পুঁটলি বের করল, যার পরিমাণ প্রায় এক কেজি। আমি একে একে তাবিজগুলো নষ্ট করলাম। এরপর তা বিরান স্থানে দাফন করে দিলাম।

দেখুন, অভিভাবক এই তাবিজগুলো এনেছিল জিন দূর করার জন্য। কিন্তু এগুলোই আমি বিদায় করার পর জিন দ্বিতীয়বার ফিরে আসার শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু এই সত্য মানুষকে বোঝানো অনেক কঠিন।

যাই হোক, তাবিজ নষ্ট করার পর আমি একটু প্রফুল্ল মনে রুকইয়া শুরু করলাম। শয়তানের শক্তির উৎস যেহেতু ধ্বংস করেছি, তাই সফলতার ব্যাপারে বেশ আস্থাশীল ছিলাম। অবশেষে সফল হয়েছিও, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু শয়তানও তো খুব সহজে দমবার পাত্র নয়। মিশন সফল করতে সেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এর একটি নমুনা দেখুন। তাবিজগুলো ধ্বংস করার পর আমি যখন রুকইয়া শুরু করলাম, মেয়েটি তার বাবাকে বলল, আব্বা উঠান ভর্তি লোক।

আমি বললাম, তারা কারা?

মেয়েটি বলল, ঠাকুর তার লোকজন নিয়ে এসেছে। তাদের গলায় বড় বড় মালা ও ঢোল-বাজনা ইত্যাদি।

আমি : তাদেরকে ঘরের ভেতরে আসতে বলো।

মেয়েটি : তারা কিছুতেই ভেতরে আসবে না। তারা আপনাকে ভয় পায়।

ঠাকুর তার লোকজন নিয়ে আসলেই ঘরের ভেতরে এলো না। আমি আমার রুকইয়া অব্যাহত রাখলাম। একপর্যায়ে ঠাকুর তার লোকজন নিয়ে চলে গেল। মেয়েটিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। জিনের বিদায় নিশ্চিত হয়ে আমিও বাড়ি ফিরলাম। যতদূর জানি মেয়েটি এখন স্বামীর সংসারেই আছে এবং ভালো আছে। আলহামদুলিল্লাহ।

পুনশ্চঃ শয়তান হারতে হারতেও জিততে চায়। সে রোগীর উপর, রোগীর অভিভাবকের উপর, এমনকি চিকিৎসকের উপরও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই সময়ে মনোবল শক্ত রাখা খুব জরুরি। অন্যথায় শয়তান পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবার ফিরে আসে এবং আগের চেয়েও মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করে। অথচ যার সাথে কুরআন আছে, রাসুল সা.-এর মাসনুন দোয়া আছে, তার তো মনোবল হারানোর কিছু নেই।

আগেই বলেছি, মানুষের ক্ষতির জন্য শয়তান সংঘবদ্ধভাবে সক্রিয় থাকে। যেমন এখানে দেখুন, নিয়োজিত জিন বিপদে পড়ায় ঠাকুর নিজেই লোকজন নিয়ে হাজির হয়েছে। এসে মেয়েটির মুখ দিয়ে চিকিৎসক ও অভিভাবককে নিজের আগমনীবার্তা দিয়েছে। উদ্দেশ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা। চিকিৎসক এতে আতঙ্কিত হলে অভিভাবকও ভড়কে যেত। কিন্তু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যখন দেখল কাজ হচ্ছে না, তখন ম্লান বদনে নিরুপায় প্রস্থান করল। বোঝা গেল সাহসী মানুষকে শয়তান ভীষণ ভয় পায়।

ঘটনা : হতাশার সময়ে আশ্বাসবার্তা

মধ্যবয়সি নারী। আমার কাছে যখন নিয়ে এলো, তখন সে তার স্বামী-সন্তান কাউকেই চিনে না। নিজের খাবার নিজে খেতে পারে না। এমনকি নিজের গোসল নিজে করতে পারে না। নিজের কাপড়চোপর নিজে সামলে রাখতে পারে না। ডাক্তারি, কবিরাজি চিকিৎসা অনেক হয়েছে। সব ব্যর্থ। চেহারা মলিন হয়ে গেছে। দীর্ঘ অসুস্থতার ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। সব মিলিয়ে পরিবারটি হতাশার সাগরে নিমজ্জিত।

বিভিন্ন ওঝা-ফকিরের তাবিজের চিকিৎসায় জীবনের ২৪টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। যখন আনা হলো তখনো তার শরীরে ৯টি তাবিজ-মাদুলি ছিল। সবগুলি খোলা হলো। একটার ভিতর থেকে পলিথিন পেঁচানো পচা-দুর্গন্ধময় গোস্ত বের করা হলো। নাউযুবিল্লাহ।

যাই হোক, হিম্মত করলাম। রুকইয়ার আয়াত ও এর সাথে শাস্তিমূলক সুরাগুলির দ্বারা ঝাড়ফুঁক আরম্ভ করে দিলাম এবং এগুলি রেকর্ড করে তার ভাইকে বললাম, প্রতিদিন রাতে তাকে নিয়মিত শুনাবে।

এভাবে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পথে। কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ উন্নতির লক্ষণ নেই। ফলে অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের মন থেকে হতাশার ছাপ দূর হচ্ছে না। এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ গায়েবিভাবে সাহায্য করলেন। একদিন আমি স্বপ্নে দেখি, রোগিণীর শরীর থেকে লাল রঙের একটা কুকুরের বাচ্চা দৌড় অবস্থায় নিচে পড়ে গেল। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা হলো, জিন রোগীর শরীর থেকে হালকা হয়েছে। সুতরাং হতাশার কিছু নেই। তবে রোগ পুরাতন হওয়ার কারণে একটু দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। যে জিন দীর্ঘ ২৪ বছর রোগীর সাথে ছিল, সে খুব সহজে আস্তানা ছাড়তে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং অনবরত ঝাড়ফুঁক চলবে। রোগীর ভাইকে বললাম, বিজয় অতি নিকটে। হাল ছাড়া যাবে না। যতই কষ্ট হোক, আরো কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে।

ঝাড়ফুঁক চলতে থাকল। জিনও দুর্বল হতে থাকল। কিছুদিন পর পর আবার স্বপ্নে দেখি, সেই কুকুরের বাচ্চাটি একেবারে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। এর ব্যাখ্যা হলো, আমলের বরকতে জিন আর রোগীর উপর ক্রিয়া করার পর্যায়ে নেই।

এটা ছিল দীর্ঘ আড়াই মাসের চিকিৎসা সফর। এই দীর্ঘ সময় রোগিণী তার ভাইয়ের বাসায় ছিল। এই দীর্ঘ সময় আমি তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছি। কখনো বর্ণনা শুনে দিকনির্দেশনা দিয়েছি। কখনো হাজির হয়ে ঝাড়ফুঁক করেছি। তবে রোগিণীর ছোট ভাইয়ের মেহনত ছিল অক্লান্ত ও অনবরত। যার বিনিময়ে রোগিণী আড়াই মাসের মাথায় দীর্ঘ ২৪ বছরের শয়তানি জাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসতে পেরেছে।

দীর্ঘদিনের জিন ও জাদুগ্রস্ত মানুষ শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ফলে জাদুর আছর কেটে যাওয়া এবং জিন চলে যাওয়ার পরেও রোগীদের মাঝে কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীনতা থাকতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা অনুভব করতে পারে। তখন রোগীকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হয়।

তাই আমি রোগিণীর অভিভাবকদের বললাম, রোগিণী এখন সুস্থ। তবে তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, উভয় চিকিৎসার বদৌলতে রোগিণী এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। একেবারে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ।

পুনশ্চঃ জিন ও জাদুর চিকিৎসায় রুকইয়ার আয়াত ও দোয়া রোগীর সামনে সরাসরি তিলাওয়াত করাই বেশি ফলপ্রসূ। তবে দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসায় চিকিৎসকের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। কিন্তু রোগীর অভিভাবকরাও সে দায়িত্ব নিতে চায় না। এর কারণ বিভিন্ন।

যেমন বস্তুবাদী দুনিয়ায় সময়ের অভাব খুব প্রকট। এটা একটা কারণ। ক্ষেত্রবিশেষ তারা টাকা দিতে রাজি; কিন্তু আত্মীয়তা ও অভিভাবকত্বের দাবি হিসাবে সময় দিতে রাজি না। আত্মীয়তার বন্ধন শুধু মুখে। অবশ্য অনেকে বাস্তবেই ব্যস্ত থাকে। ইচ্ছা থাকলেও সময় দিতে পারে না।

অনেকে ফ্রি থাকলেও বিরক্তি লাগে। এক কাজ কতদিন লাগাতার করা যায়। তাদের জন্য চোখের সামনে রোগীর কাতরানি সহ্য করা সহজ, কিন্তু একটু সময় দিয়ে রোগীকে প্রশান্তি দেওয়া অসহ্য, বিরক্তিকর। দিন দিন মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যসমাজ তার স্বকীয়তাই হারিয়ে ফেলছে।

আরেক শ্রেণি হলো অশিক্ষিত মূর্খ। তাদের ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। কিন্তু শিক্ষিত মূর্খরা দুনিয়ার সব শিখেছে, শুধু কুরআন শেখেনি। নামায শেখেনি। দীন শেখেনি। যদি বলা হয়, এতদিন পর্যন্ত এই আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে রোগীকে শুনাবেন, তারা অপারগতা প্রকাশ করে। নির্লজ্জের মতো বলে, আমি তো কুরআন পড়তে পারি না। আফসোস!

ব্যবসায়ী ভণ্ড কবিরাজদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও এই তিন শ্রেণির মানুষ ভণ্ডদের পেছনেই দৌড়ায়। পিরের মাজারে যায়, ফকিরের আস্তানায় যায়, মানত করে, নজর মানে, টাকা-পয়সা দেয়, সাথে ঈমানও দিয়ে আসে। শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এইসব অশিক্ষিত ও শিক্ষিত মূর্খের কারণেই মাজার ও তাবিজের ব্যবসা এখনো টিকে আছে, এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। জিন ও জাদুকররাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদেরকে টার্গেট করে আক্রান্ত করার মাধ্যমে ব্যবসা টিকিয়ে রাখে।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সরাসরি তিলাওয়াত যেমন কার্যকর হয়, অডিও তিলাওয়াতও কার্যকর হয়। যেমন উপরিউক্ত ঘটনায়। সুতরাং চিকিৎসক যদি প্রয়োজনীয় আয়াত ও দোয়াগুলোর অডিও ফাইল বানিয়ে রোগীদের মাঝে বিতরণ করে; কিংবা রোগীর অভিভাবকরাও যদি অডিও ফাইল তৈরি করে বারবার শোনানোর ব্যবস্থা করে তাহলে আশা করা যায়, উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণির মানুষের জন্য শয়তানের জাল থেকে বাঁচা সহজ হবে। হ্যাঁ, তুলনামূলক

সময় একটু বেশি লাগবে। কিন্তু এর দ্বারা ঈমান, সম্পদ ও সময়ের যে হেফাজত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটি আক্ষেপের কথা না বললেই নয়। মুসলমান কীভাবে কুরআন থেকে এতোটা গাফেল হতে পারে? নিজে শেখেনি, সন্তানকে শেখায়নি, কীভাবে সম্ভব? এ কেমন মুসলমান? কুরআন শেখা ফরজ এবং তা খুবই সহজ। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়। কুরআনকে এভাবে বর্জন করলে শয়তান যে হামলা করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআনও কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে।

ঘটনা : জিনের নিরুপায় হয়ে জাদুর ঠিকানা বলে দেওয়া

মধ্যবয়সী নারী। দুই সন্তানের জননী। বেশ সুস্থ-সবল। কিন্তু হঠাৎ মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতে ঘুমের মাঝে স্ট্রোক করেন। চিকিৎসা হয়। কিন্তু তার এই সাইড প্যারালাইসড হয়ে যায়। ফলে তিনি শরীরের এক হাতে শক্তি পেলেও অন্য হাতে কিছুই করতে পারেন না। পায়েও শক্তি নেই বললেই চলে। ডাক্তারি চিকিৎসার কল্যাণে তিনি বিছানায় পড়ে যাননি। তবে নিজে নিজে চলার শক্তিও ফিরে পাননি। তাকে নিয়ে পরিবার ও অভিভাবকরা ভীষণ পেরেশান।

আমি মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বিবরণ শুনলাম। আমার মনে হলো, এখানে জিনের হাত আছে। জিন তাড়াতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। রোগিণীর বাড়িতে গিয়ে ঝাড়ফুঁক করলাম। এতে জিনের বিষয়টি নিশ্চিত হলাম। কিন্তু বড় ধরনের উন্নতি নজরে এলো না। স্বামী ও মেয়ে দুজনই হাফেজ। তাই তাদের জন্য চিকিৎসা চালানো খুব কষ্টের নয়। আমি দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

চিকিৎসা চলছিল। ফোনে যোগাযোগ ছিল। কিছু উন্নতি বোঝা যেত। কখনো কখনো খুব সুস্থতা অনুভব করত। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ত। কান্নাকাটি করত। জিনের আক্রমণ শুরু হলে রোগীকে ধরে রাখাও মুশকিল হয়ে যেত। অথচ তার একপাশ অবশ।

আমি শুধু বলতাম, চিকিৎসা চলুক, ফল আসবে। এর বেশি কিছু বলা বা করার মতো আমার কাছে কিছু ছিলও না। কারণ শিরকের এই বাজারে তাবিজের প্রতি আমার অনীহা অনেক তীব্র। অনেক পুরোনো। আমার বুঝেও আসছিল না, রোগীর স্থায়ী উন্নতি না হওয়ার কী কারণ? তবে আমার বিশ্বাস ছিল ফল

আসবে। জিন ভাগতে বাধ্য হবে। তাই অভিভাবকের হতাশার উপর আমি আশার প্রলেপ দিতে প্রতিবারই চেষ্টা করেছি। করণীয় নির্ধারণে আমার হিমশিম অবস্থার কথা কখনোই বুঝতে দিইনি। কারণ তাহলে আমার দুর্বলতা তাদের মাঝেও সংক্রামিত হবে। আর মানুষের দুর্বলতাই হলো শয়তানের শক্তির উৎস।

হঠাৎ রোগিণী একদিন জাদুর স্থান স্বপ্নে দেখে। জিন নিজেই বলে দিচ্ছে অমুক স্থান খনন করে জাদুর উপকরণগুলো বের করে ধ্বংস করার জন্য। মাটি খুঁড়ে সেখানে বাস্তবেই জাদুর তাবিজ ও বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায়। সেগুলো নষ্ট করার পর রোগীরও কিছুটা উন্নতি হয়। পুরোপুরি সুস্থতা এখনো আসেনি। তবে অচিরেই যে আসবে সে লক্ষণ স্পষ্ট।

পুনশ্চঃ প্রশ্ন হলো, শয়তান কেন নিজেই চলে এলো জাদুর জায়গা দেখিয়ে দিতে? কারণ রুকইয়ার আমল সহ্য করা শয়তানের জন্য অনেক কঠিন। ক্রমাগত আমল তার সহ্যের বাইরে। রোগী বা তার অভিভাবক ধৈর্যের সাথে আমল অব্যাহত রাখতে পারলে শয়তান নিজেই ভেগে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে থাকে। যদি জাদুর মাধ্যমে তাকে রোগীর সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে নিজে ভাগার জন্যই সে তা রোগীকে জানিয়ে দেয়।

এটা আল্লাহর গায়েবি সাহায্য। সাহায্য তো আসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু মানুষ ত্বরাপ্রবণ। একটু বিলম্ব তাদের সহ্য হয় না। তারা নগদ ফল আশা করে। আর তাড়াহুড়া করতে গিয়ে স্থায়ীভাবে শয়তানের জালে বন্দি হয়। বেরিয়ে আসতে গিয়ে ফাঁসতে থাকে ক্রমাগত।

ঘটনা : মোবাইলে জিনের চিকিৎসা

নিঃসন্তান নারী। বাড়ি সিলেট। থাকেন আমেরিকা। সেখানকার নাগরিক। বিয়ের পর থেকেই সমস্যা। গর্ভে সন্তান টিকে না। গর্ভপাত হয়, কারণ ছাড়াই। চেষ্টা-তদবির অনেক হয়েছে। ফলে বয়সের মধ্যগগনে পৌঁছে দম্পতি এখন হতাশ। বাংলাদেশে থাকা আত্মীয়দের মাধ্যমে সন্ধান পেয়ে আমেরিকা থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আত্মীয়দের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে তারা আমার কিতাবও নিয়েছেন।

কিন্তু কী করবেন, কীভাবে করবেন বুঝতে না পেরে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তারা শিক্ষিত, নিয়মিত নামাযি, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তো তেমন জানাশোনা নেই। তা ছাড়া এসব বিষয়ে বাড়তি ভয়ও কাজ করে। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার বই নিয়ে স্থানীয় কোনো ইমামের সাথে

যোগাযোগ করতে বললাম। ইমাম সাহেব এলেন, বইয়ের নির্দেশনা মেনে কিছু চেষ্টাও করলেন। আমিও ফোনে কিছু নির্দেশনা দিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। উলটো জিনের হুমকি-ধমকিতে ইমাম সাহেব ঘাবড়ে গেলেন এবং চিকিৎসায় সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। আমি বাড়িতে, রোগী আমেরিকা। এখন উপায়?

ফোনেই চিকিৎসা শুরু করলাম। জিন আমাকেও হুমকি দিতে শুরু করল। কিন্তু আমি রুকইয়া অব্যাহত রাখলাম। সাথে পালটা হুমকি দিয়ে ওরে কাবু করার চেষ্টা করলাম। কারণ মানুষ ভয় পেলে জিনের অহংকার বেড়ে যায়। কিন্তু সাহসের সাথে ভয় দেখাতে পারলে জিন ঠিকই ভয় পেয়ে যায়। এই নীতি আমার জানা এবং পরীক্ষিত। আল্লাহর মেহেরবানিতে জিন কাবু হলো এবং চলে যেতে সম্মত হলো ও চলে গেল।

কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে জিন চলে যাওয়ার পর অনেক সময় আবার ফিরে আসার চেষ্টা করে। এজন্য জিন চলে যাওয়ার পরেও আমল অব্যাহত রাখতে হয়। তাহলে জিনের ফিরে আসার চেষ্টা সফল হয় না।

জিন চলে যাওয়ার পর ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন বাহানারও আশ্রয় নেয়। যেমন, স্বপ্নে বা জাগরণে ভয় দেখানো। দূর থেকে আছর করার চেষ্টা করা। এটা জিনের বড় কৌশল। ভয় দেখিয়ে কাবু করে। এর পর আক্রমণ করে বা রোগীর শরীরে প্রবেশ করে। জিনে আক্রান্ত রোগীর অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখবেন রোগী কোনো এক সময় মারাত্মক ভয় পেয়েছিল। অনুসন্ধান করলে দেখবেন, তখন থেকেই জিনের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

যাই হোক, আমেরিকার সেই রোগিণী এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু কিছুটা উপদ্রব এখনো রয়ে গেছে। এজন্য তারা চেষ্টা করেছিল আমাকে আমেরিকায় নিয়ে সরাসরি রুকইয়া করাবে। কিন্তু চেষ্টা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি আমেরিকান এ্যাম্বাসিতে ভিসার আবেদন করে ১৩ হাজার টাকা গচ্ছা দিয়েছি, কিন্তু ভিসা ছাড় করাতে পারিনি। তবে তারা যদি রুকইয়া ও আমল অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে জিন হার মানতে বাধ্য হবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। আল্লাহ সহজ করুন। আমিন!

পুনশ্চঃ রুকইয়ার অডিও তিলাওয়াতের কার্যকারিতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। মোবাইলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। সার্বিক অনুভূতি হলো : সরাসরি রুকইয়ার তুলনায় এর কার্যকারিতা কম। সাথে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। সরাসরি রুকইয়া করলে চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বুঝে

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যথাযথ করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু অডিও বা মোবাইলের চিকিৎসায় রোগী চিকিৎসকের সামনে থাকে না। আর রোগীর কাছে যারা থাকে, তাদের অভিজ্ঞতা থাকে না। অথচ অনেক সময় রুকইয়া চলাকালীন ক্ষণে ক্ষণে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। বিশেষত জিন যখন হাজির হয়। জিন হাজির হওয়ার পর পরিস্থিতি বুঝে আচরণ করে। উপস্থিত লোকদের দুর্বলতা অনুভব করতে পারলে সে শয়তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। রুকইয়ার কারণে জিনের অবস্থা যদি সংকটাপন্ন হয়, তখন সে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। বিদায় যখন নিশ্চিত, তখন সে যেকোনো মূল্যে রোগী বা উপস্থিত কারো ক্ষতি করে যেতে চায়। বিশেষত মজলিস পরিচালনাকারী জিনের বড় টার্গেটে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিগুলো বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মিশেলে সামলাতে হয়।

রুকইয়ার তাছিরে জিন যখন কাকুতি-মিনতি শুরু করে, তখন অনেক সময় উপস্থিত লোকেরা জিনের সাথে অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি করে। নিয়ম হলো, কোমলতায় কাজ হলে কঠোরতায় না যাওয়া। কিন্তু জিনের দুর্বল মুহূর্তে এই নীতির লঙ্ঘন করতে অহরহ দেখা যায়, যা ক্ষতিকর।

অনেকে জিনের কাছে এটা সেটা আবদার করে। গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করে। সখ্য গড়ার চেষ্টা করে। তখন জিনের সামনে প্রতারণার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সে খুব ভালোভাবে এই সুযোগ কাজে লাগায়। গায়েবের খবর জানতে চাওয়া তো এমনিই শিরক। সাথে জিন শিরকের পসরা খুলে বসে। বোকা পাবলিক বুঝতে পারে না। ফলে জিনের জালে বন্দি হয়।

তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সরাসরি রুকইয়া করানো উচিত। সম্ভব না হলে তার সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত। তাও সম্ভব না হলে, জিজ্ঞেস করে বা বইপত্র থেকে সবিস্তারে জেনে তারপর শুরু করা উচিত।

যাই হোক, বইয়ের কলেবর বেড়ে যাচ্ছে। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনা আরো লেখা যেত। এর সাথে শায়েখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম বালি-এর অভিজ্ঞতার পাঁচটি ঘটনাও দেখে নিবেন।[১] এসব ঘটনা প্রয়োজনের সময় আপনাকে পর্যাপ্ত রাহনুমায়ী করবে, ইনশাআল্লাহ।

জিনের আক্রমণ : কারণ ও করণীয়

এখানে আমি ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছি। রোগীদের সবাই নারী। আপনি চারপাশে চোখ বুলালে দেখবেন জিনগ্রস্ত রোগীদের অধিকাংশই নারী বা শিশু-

[১] লেখকের অভিজ্ঞতার আরো একটি ঘটনা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন।

কিশোর। পুরুষ রোগীর সংখ্যা খুবই কম। এর কারণ ও করণীয় সম্পর্কে ভূমিকার সীমিত কলেবরে বিস্তারিত লেখার সুযোগ নেই। লেখা ইতোমধ্যে ধারণার চেয়ে অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

তবে সংক্ষেপে এর দুটি কারণ হতে পারে। ভয় ও অসতর্কতা। মানুষ জিনকে ভয় পায়। তবে তার চেয়েও বেশি জিন মানুষকে ভয় পায়। কিন্তু জিন অদৃশ্য হওয়ার কারণে এবং জিন সম্পর্কে সঠিক জানাশোনার অভাবে মানুষ অযথা আতঙ্কে ভোগে। মানুষের কাছে জিন-শয়তান এক আতঙ্কের নাম। অথচ জিনের আতঙ্কই বেশি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

তো জিন যেহেতু মানুষকে ভয় পায়, তাই সে সরাসরি আক্রমণের সাহস পায় না। আক্রমণ বা আছর করার জন্য জিন প্রথমে মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কাবু করতে চায়। এই ধাপে সফল হলে দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হয়। নারী ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জিন এ কাজটি খুব সহজে করতে পারে। তাই নারী ও বাচ্চাদের উপর জিনের আক্রমণ ও আছরও বেশি হয়।

দ্বিতীয়ত নাপাক অবস্থায় মানুষের উপর জিনের আক্রমণ করা খুব সহজ। এক্ষেত্রেও নারী ও শিশুরা জিনদের সহজ টার্গেটে পরিণত হয়। নারীদের জন্য পবিত্র থাকা কঠিনও, সাথে প্রবণতাও তুলনামূলক কম। সৃষ্টিগতভাবেই প্রতিমাসের কিছু সময় তাদের পক্ষে পবিত্র থাকা অসম্ভব। বাচ্চা লালন-পালন করতে গিয়েও পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখা তাদের জন্য অনেক কঠিন। অধিকাংশ সময়ই কাপড় পরিবর্তন করে সালাত আদায় করতে হয়। কাজের ব্যস্ততার কারণে বাচ্চাদের নাপাক কাপড়-কাঁথা ঘরে জমিয়ে রেখে একত্রে ধৌত করার প্রবণতা তাদের রয়েছে। দিনে-রাতে বারবার কাপড় ধৌত করা যেমন কঠিন, সীমাহীন কষ্টসাধ্যও।

এগুলো তাদের বাস্তব ওজর হওয়া সত্ত্বেও শরীরে বা ঘরে নাপাকির উপস্থিতি জিনের আক্রমণ ও আছর করাকে সহজ করে দেয়, এটাও সত্য। তাহলে জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের উপায় কী?

উপায় খুব সহজ। সকাল-সন্ধ্যা মাত্র কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করলেই জিন-জাদু, নজরসহ অনিষ্টকর জীব-জানোয়ার থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব। প্রতি সালাতের পরে ও ঘুমানোর পূর্বে একবার করে আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে নিজের ও বাচ্চার শরীর ঝেড়ে নিলেই নিরাপদ। শারীরিক কারণে যদি নামায পড়ার মতো পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে। তিনবার না পারলে একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। সাথে

ঘুমানোর সময় একবার করে পড়বে। যদি সম্ভব হয়, কিছু মাসনুন দোয়াও মুখস্থ করে সকাল-সন্ধ্যা পড়বে। সব মিলিয়ে দৈনিক কয়েক মিনিটের আমল। কিন্তু জিন-শয়তানের মতো জাতশত্রুর থেকে শতভাগ নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এর সাথে শরিয়তের বিধি-বিধানের যে যত বেশি অনুগত হবে, জিন-শয়তান তার থেকে তত বেশি দূরে থাকবে। এটা কার পক্ষে অসম্ভব?

কিন্তু শরিয়তের এতো সুন্দর ও সহজ ব্যবস্থাপত্র থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণাকারী জিন-শয়তানকে নিজের উপর আক্রমণ করার সুযোগ করে দেয়, তাহলে জিনের উপর দায় বর্তানো অনুচিতই হবে।

চিকিৎসক সমীপে কিছু পরামর্শ

এখন যারা এই বই দ্বারা চিকিৎসা করবেন, তাদের কিছু পরামর্শ দিতে চাই

১. রোগীকে প্রথমেই তাবিজমুক্ত করে নিবেন। তাবিজমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করবেন না। কারণ তাবিজধারী ও তাবিজে বিশ্বাসী রোগীদের চিকিৎসা সফল হয় না।

২. রোগীদের নাম সংশোধন করে দিবেন। শিরকি ও কুফরি নামধারীদের চিকিৎসা সফল হয় না।

৩. পীরদের বিদআতি তরিকায় যারা জিকির করে তাদেরকে বিদআত থেকে তাওবা করতে বলবেন। কারণ শিরক ও বিদআতে জিন-শয়তান খুশি হয়। ফলে তাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. যারা মাজারের দানবাক্স দোকানে বা ঘরে রাখে এবং নিয়মিত পয়সা ঢালে, তাদেরকে তাওবা করতে বলবেন। অন্যথায় চিকিৎসা করবেন না।

৫. যাদের বাড়িতে পাকা কবর আছে, তাদের কবর ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বলবেন। অন্যথায় চিকিৎসা করবেন না। কারণ শিরক ও বিদআত শয়তানকে শক্তি যোগায়। ফলে সফল হওয়া যায় না।

৬. প্রত্যেক রোগীকে 'জিন জাদু ও নজর' বইটি সাথে রাখতে এবং নিয়মিত কিছু না কিছু, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের রুকইয়ার আয়াত ও সুরাগুলো পড়তে বলবেন। তাহলে আপনি তার চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সফল হবেন।

রোগী ও তার অভিভাবক সমীপে

আরেকটি বিষয়। ডাক্তারি চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন, চিনি খাওয়া যাবে না, নিয়মিত হাঁটতে হবে, ইলিশ ও

চিংড়ি মাছ থেকে বাঁচতে হবে, ঢেঁড়শ-পুঁইশাক খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ইত্যাদি। ডাক্তারের এসব নির্দেশনা মানলে আল্লাহর নির্দেশে রোগী সুস্থতা লাভ করে। ঠিক এভাবে কুরআনি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কিছু বিধি-নিষেধ ও শর্ত রয়েছে। বইয়ের যথাস্থানে তা উল্লেখও করা হয়েছে। সেগুলো মেনে চললেই কেবল রোগীর পক্ষে সুস্থতা লাভ করা সম্ভব। নিয়মিত চিনি খেয়ে যেমন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করেও কুরআনি চিকিৎসার সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং যারা নামায আদায়ে অনিয়মিত, ছবি, টিভি, বেপর্দা, অশ্লীলতা ইত্যাদিতে নিমজ্জিত, শিরকি তাবিজ-কবজ ব্যবহারে অভ্যস্ত, শিরকি আকিদায় বিশ্বাসী, কুফরি কথা-কাজে লিপ্ত, বিদআতি কার্যকলাপে সম্পৃক্ত, সুদ-ঘুস ও হারাম ইনকামে বেপরোয়া, এমনকি নামটি পর্যন্ত ইসলামি নয়, বইয়ের নির্দেশিত চিকিৎসা যদি তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর না হয় কিংবা কম কার্যকর হয়, তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তখন উচিত হবে, তাওবা করে শরিয়তের সম্পূর্ণ পাবন্দ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ, সফলতা আসবেই।

পাঠক সমীপে

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি, ৬ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২১ জুলাই ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। এর মাঝে বইয়ের হাজার হাজার কপি মানুষের হাতে হাতে দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গিয়েছে। সাক্ষাতে মোবাইলে মানুষের উপকৃত হওয়ার কথা শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি। পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় উৎসাহিত হয়েই 'সংযোজনসহ দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি, এখন পাঠক আরো বেশি উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

জিন জাদু ও নজর থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন মাসনুন আমল ও দোয়া রয়েছে। এজাতীয় প্রয়োজনীয় দোয়া ও আমলের সমন্বয়ে রচিত অধমের আরেকটি বই রয়েছে 'মাসনুন দোয়া ও জিকির'। এই দুটি বই কারো কাছে থাকলে তার পক্ষে খুব সহজেই 'জিন, জাদু ও নজরে'র সঙ্গে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

পরিশেষে

পরিশেষে আপনার জন্য, আপনার রোগীর জন্য এবং এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকা সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন সকলকে

ক্ষমা করে দেন। আপনাদের কাছেও দোয়া চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন এই অধম লেখক, বইটির সংযোজক আমার স্নেহের বড় ছেলে মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী ও বইটির একমাত্র পরিবেশক ইত্তিহাদ পাবলিকেশন (কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা)-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাককে দীনি খেদমতের জন্য কবুল করেন। আমিন, সুম্মা আমিন।

দোয়াপ্রার্থী
অধম মোস্তফা নোমানী
১৭/০১/১৪৪২ হিজরি,
০৬/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
মোবাইল : ০১৭৬৫-৫৫১১৩১

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ [سورة الفلق][১]

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ [سورة الناس][২]

ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতার করুণ চিত্র

জিন, জাদু ও নজর সত্য। এর ক্ষতিও স্বীকৃত। কুরআন-হাদিসে এর বাস্তবতার বিবরণ যেমন রয়েছে, এসব থেকে বাঁচার উপায়ও বিবৃত হয়েছে। প্রয়োজন শুধু আস্থা, ধৈর্য ও সাহস। কিন্তু পরিতাপ হলো-

1. আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানে শিক্ষিত হলেও কুরআন-হাদিসে নিতান্ত মূর্খ।
2. একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে; কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতে হিমশিম খায়। 'শুদ্ধ তিলাওয়াতে'র শর্ত লাগালে অবস্থা আরো করুণ।
3. কত নেতা, কত দার্শনিকের বাণী সে হুবহু বলতে পারে, অথচ কুরআনের প্রয়োজনীয় সুরাগুলোও মুখস্থ আছে খুব কম মানুষের।
4. বিভিন্ন ভাষার কত গান তাদের ঠোঁটস্থ, অথচ সকাল-সন্ধ্যা পড়ার মতো কিছু মাসনুন দোয়া যে রয়েছে, তা-ও জানা নেই।
5. এজন্য কোনো সুরা বা দোয়া পড়ার পরামর্শ দেওয়া হলে, তারা এটাকে পাহাড়ের থেকেও ভারী মনে করে। করুণ কণ্ঠে বলে, কোথায় পাবো, কীভাবে পড়ব?

---

১. সুরা ফালাক : ১১৩।

২. সুরা নাস : ১১৪।

জিন থেকে বাঁচতে ঈমানবিরোধী তদবির

ফলে বিপদে পড়লে সহজ রাস্তা অবলম্বন করে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করে। জিন জাদু বা নজর থেকে রেহাই পেতে চায়। আপনি দেখবেন- কারো মাল চুরি হলে বা সন্তান হারিয়ে গেলে, কোনো নারী বা পুরুষের উপর জিন আছর করলে, শারীরিক কোনো রোগ ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা না-পড়লে, কোনো মেয়ের বিবাহ আটকে গেলে, কেউ জাদুগ্রস্ত হলে কিংবা কারো উপর বদনজর লাগলে তারা নিজেরা কিছুই করে না, বরং কিছু যে করা সম্ভব, তাও জানে না। তারা সুরা নাস-ফালাকও পড়ে না, রাসুল সা.-এর শেখানো কোনো দোয়াও পড়ে না। বরং সহসাই ছুটে যায় স্থানীয় কোনো ওঝা-ফকিরের কাছে। তাতে কাজ না হলে প্রসিদ্ধ কোনো কবিরাজের কাছে। রোগী ডাক্তারের কাছে যেতেই পারে, এতে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ওঝা-ফকির বা কবিরাজ যেভাবে তদবির করে, তার সঙ্গে ঈমান ও আকিদার সংঘর্ষ রয়েছে। আপত্তিটা এখানেই। ওইসব ঈমান-হন্তারক কবিরাজের পরামর্শে লোকেরা...

1. শিরকি তাবিজ ব্যবহার করে।
2. মাজারে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, গোসল ইত্যাদি মানত করে।
3. জিন-শয়তানের নাম জপ করে তাদের সাহায্য কামনা করে ইত্যাদি। কিন্তু এসব করেও রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয় না। কিছুদিন ভালো থাকে, এরপর আবার আগের মতো; বরং ক্ষেত্রবিশেষ দেখা যায় অবস্থা আগের থেকেও শোচনীয়। আমার পরিচিত ও নিকটজনদের মাঝেও এমন অনেক জিনগ্রস্ত রোগী দেখেছি। তাদের কষ্ট ও অনুরোধই আমাকে ওই ওঝাদের চিকিৎসার হাকিকত অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করেছে। অনুসন্ধান করে অবাক হয়ে দেখলাম...

   ওঝাদের অধিকাংশ তাবিজই দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত। কেউ কেউ তাবিজে আয়াতুল কুরসি, সুরা ফালাক-নাস ইত্যাদি লিখলেও সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় বিভিন্ন কুফরি কালামও যুক্ত করে দেয়। উপরে যদি থাকে আল্লাহর নাম, নিচে থাকে শয়তানের নামের ফিরিস্তি। সাহায্য করবেন আল্লাহ, অথচ তাবিজের চার কোনায় বা চারপাশে থাকে ইয়া জিবরাইলু, ইয়া মিকাইলু তথা প্রধান চার ফেরেশতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা।

তখন আমার বুঝ হয়ে গেল, এই কবিরাজদের দ্বারা মানুষের শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই হচ্ছে না, ঈমান-আকিদাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ মানুষ তাদেরকে

আলেম-বুযুর্গ মনে করে। তাদের চিকিৎসাকে কুরআনি চিকিৎসা মনে করে এবং তাদের যাবতীয় পরামর্শ বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে।

জিনের চিকিৎসায় তিক্ত অভিজ্ঞতা

আমি লোকদের বলি, এইসব শিরকি তাবিজের কারণে আপনাদের রোগীদের স্থায়ী চিকিৎসা হচ্ছে না। শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে শয়তান খুশি হয়ে রোগীকে কিছুদিন ছাড় দিচ্ছে মাত্র। এইসব তাবিজের ব্যবহার ছেড়ে দিন। কিন্তু তাদের আপত্তি, তাহলে আমাদের রোগীর কী হবে? তা ছাড়া রোগীর এমন অসহনীয় কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করা পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পক্ষেও-বা কত দূর সম্ভব? তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে আমিই কুরআনের 'আয়াতে রুকইয়া'র দ্বারা কিছু ঝাড়ফুঁক করতে শুরু করলাম। আল্লাহর রহমতে সফলতাও পেতে লাগলাম। তবে অভিজ্ঞতার তিক্ততাও যে আস্বাদন করতে হয়নি, তা কিন্তু নয়। তাহলে শুনুন– এক নব-বিবাহিত মেয়ে অসংলগ্ন আচরণ করতে আরম্ভ করল। উভয় পরিবারই পেরেশান। আমি উপস্থিত হয়ে নিশ্চিত হলাম রোগী জিনগ্রস্ত। ঝাড়ফুঁকের একপর্যায়ে রোগী হুমকি দিলো- 'ঝাড়ফুঁক করছো, টের পাবে'। আমি পরোয়া করলাম না। রাতে ফেরার সময় রোগীর দুই আত্মীয়কে পরামর্শ দিলাম- 'সুরা বাকারা পড়ে শরীরে ফুঁক দেওয়ার জন্য এবং সুরা নাস-ফালাক পড়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাসেহ করে দেওয়ার জন্য।' সকালে মোবাইলে আমাকে জানানো হলো- রোগীর ওই দুই আত্মীয় ভীষণ অসুস্থ। বিছানা থেকেই উঠতে পারছেন না। জিন রাতে ঘুমের মধ্যে তাদেরকে বেদম প্রহার করেছে। তারা অবশ্য পরে ডাক্তারি চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছিল। এরপর বাকি ছিল আমার টের পাওয়াটা।

সম্ভবত তিনদিন পর জুমুআর নামাযে যাবো, এমন সময় ৮টি মোরগ-মুরগি আধা ঘণ্টার ব্যবধানে অকারণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেল। মসজিদে গেলাম। ঘরে এসে খানা খেলাম। তখন দেখি অদ্ভুত রংয়ের প্রায় চার হাত লম্বা এক সাপ ঘরের সামনের দরজার সঙ্গে পেঁচিয়ে আমার দিকে মুখ করে আছে। ওটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেললাম। এখানেই শেষ নয়। শেষরাতে দুধের গাভীটিকে গোয়ালের বাইরে ফেলে দিলো। এরপর এমনভাবে চাপ দিলো যে গাভীর পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবার উপক্রম। গাভীটি মারা গেল। তখন ওই গাভীর বাচ্চার বয়স মাত্র তিন মাস। সেই বাচ্চা এখন গাভী হয়েছে, তার বাচ্চার বয়সও এখন ৫-৬ মাস।

এমন প্রতিশোধের শিকার হওয়ার পর আমি একটু থেমে গেলাম। কিন্তু লোকেরা থেমে নেই। একেকজন এসে তাদের দুঃখের কথা শোনাতে লাগল। কেউ বলে, হুজুর, ২৫-৩০ বছর ধরে স্ত্রী নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি।

কেউ বলে, মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি, এখন জিন আছর করেছে। মেয়েটা সুস্থ না হলে তালাক দিয়ে দিবে।

কেউ বলে, স্ত্রীর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। কোনো ওঝা-ফকির বাদ রাখিনি, কিন্তু শেষ অবধি আরোগ্য হয়নি ইত্যাদি।

বই সংকলনের কারণ

এসব শুনে 'খেদমতে খালকে'র নিয়তে আবার হিম্মত করলাম। কারণ এই অসহ্য অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে আল্লাহর কোনো বান্দা-বান্দি যদি মুক্তি পায়, তা আমার পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে। কুরআনও আমাকে আশ্বস্ত করল,

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

'নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল'।

তাই এবার আরেকটু অগ্রসর হলাম এবং একটি বইও সংকলনের হিম্মত করলাম। কারণ...

1. মোবাইলের বদৌলতে দূরদূরান্ত থেকেও সংবাদ আসে, যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কতদূর আর কয়জনের কাছে যাওয়া সম্ভব!
2. আমার পাথেয় হলো আল্লাহর কালাম ও রাসুল সা.-এর শেখানো দোয়া। আমি লোকদেরও বলি- আপনারা এই-এই আয়াত দ্বারা রোগীর উপর ঝাড়ফুঁক করবেন। তাদেরকে কিছু দোয়া-কালাম শিখিয়ে দেই। কিছু পরামর্শ দিই। এই হলো আমার চিকিৎসা। কিন্তু কয়জনের পক্ষে ওইসব আয়াত-দোয়া খুঁজে খুঁজে বের করে পাঠ করা সম্ভব!
3. তা ছাড়া সাহসী আলেম ভাইয়েরাও যদি কুরআনি চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন, তাহলে তারাও লোকদেরকে ওই শিরকি চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবেন।

বইয়ের তথ্যসূত্র

আমি দীর্ঘ ১০-১২ বছর হাদিসের কিতাবের (তিব্ব ও রুকইয়া) চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের অধ্যায়গুলো গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। এ সংক্রান্ত

অনেক বই-পুস্তক, তাফসিরগ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এমনকি এ দেশীয় ওঝাদের অনেক তাবিজের কিতাবও দেখেছি। রোগীদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতাও সংরক্ষণ করেছি। রোগীদের মুখ দিয়ে জিনদের সঙ্গে আলাপচারিতারও সুযোগ হয়েছে। এসব কিছুর নির্যাসই হলো এ বইয়ের পুঁজি। তবে এক্ষেত্রে কিছু কিতাবের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করব...

1. হাদিসের কুতুবে সিত্তা ও মিশকাতুল মাসাবিহ
2. আল্লামা মুফতি শফি রহ.-এর তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন এবং
3. হাফেয মুহাম্মাদ যায়েদ মালিকের جن جادو اور انسان (জিন জাদু আওর ইনসান)।

বরং এ তৃতীয় বইটিই আমার প্রধান অবলম্বন। বইটি অনেক সুন্দর ও তথ্যবহুল। তবে আমি বইটির হুবহু অনুকরণ বা অনুবাদ করিনি।

সুতরাং 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জিন জাদু ও নজর : অবগতি ও আত্মরক্ষা' বইটি হলো কুরআন, হাদিস, তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বইপুস্তক ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ। সংকলনের ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তার দায় আমি অধমের। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর তাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

সাধারণ পাঠক ও সম্মানিত আলেমদের সমীপে

পাঠকবৃন্দের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে, কিতাব-সংকলন অবশ্যই একটি কঠিন কাজ। এতে ভুলত্রুটি হওয়াও স্বাভাবিক। তাই এতে তথ্যগত কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে বা আপনার কোনো মূল্যবান পরামর্শ থাকলে, অবশ্যই আমাকে অবগত করবেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দিবেন। আমি পরবর্তী সংস্করণে তা 'সংশোধন ও সংযোজন' করে নিবো, ইনশাআল্লাহ।

আর মুহতারাম আলেম-ওলামা ও তালেবানে ইযামের কাছে আরয হলো, আপনারা অবশ্যই অবগত, সময়টা হলো ইলম ও হিম্মতশূন্যতার সয়লাবের। সামান্যতেই মানুষ তার দীন-ঈমান বিসর্জন দেয়, অথচ সে জানেও-না, সে কীসের জন্য কত বড় দৌলত হারালো। এই সুযোগ গ্রহণ করছে ওই অসাধু ওঝা, ফকির ও কবিরাজরা। তারা মানুষের ধনও নিচ্ছে, ঈমানও বরবাদ করছে। এদের প্রতিহত করার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জিন জাদু

ও নজর থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে তাদেরকে কুরআনি চিকিৎসার প্রতি উৎসাহিত করা দরকার। এটা খুবই ফলদায়ক হবে, যদি আমরা কুরআনি চিকিৎসার পদ্ধতির সুফল তাদেরকে প্রমাণ করে দেখাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমার বিশ্বাস, এ বই দ্বারা সবধরনের পাঠকই উপকৃত হবেন। যারা নিজের চিকিৎসা নিজে করার হিম্মত রাখেন, তারাও। এবং যারা 'খেদমতে খালকে'র নিয়তে অন্যের চিকিৎসা করতে চান, তারাও। তবে এজন্য অবশ্যই আস্থা, ধৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন হবে, কথাটি আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যদি আল্লাহর কোনো বান্দা-বান্দি এই বইটির দ্বারা উপকৃত হন, জিন জাদু বা নজর থেকে সুস্থতা লাভ করেন, আল্লাহ হয়তো সেই অসিলায়ই আমাকে নাজাত দিয়ে দিবেন।

বইয়ের বিষয় সম্পর্কে

আমার মূল উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের দোয়া ও নির্দেশনার মাধ্যমে জিন জাদু ও নজর থেকে আত্মরক্ষার কৌশল পাঠকের সামনে পরিবেশন করা। তবে 'চিকিৎসা-পর্ব' উপস্থাপনের পূর্বে 'জিন জাদু ও নজর' সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়া সঙ্গত মনে করেছি, যাতে পাঠক এসবের 'হাকিকত ও বাস্তবতা' সম্পর্কেও অবগতি লাভ করতে পারেন। কারণ সমাজে তো এসবের অস্বীকারকারী একটি দলও রয়েছে! আরেকটি দল আছে অতিবিশ্বাসের বশে ভুল ধারণার শিকার! আশা করা যায়, 'জিন জাদু ও নজর সম্পর্কে অবগতি' সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় যেমন আমাদের জানা হবে, আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মেও সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং চিকিৎসা বোঝা ও গ্রহণ করাও সহজ হবে। তাই পাঠকের সমীপে অধমের আবেদন, 'চিকিৎসা-পর্বে'র পূর্বোক্ত 'অবগতি-সংক্রান্ত' আলোচনা বিরক্তির নজরে দেখবেন না। 'বদনজর' সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা সংক্ষেপ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে কোনো একসময় আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।[১]

আল্লাহর কাছে মিনতি

পরিশেষে আল্লাহর কাছে মিনতি এই যে, আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বইটি কল্যাণকর করেন এবং 'জিন জাদু ও নজরে'র অনিষ্ট থেকে আমাদের সকলকে

[১] আলহামদু লিল্লাহ, বর্তমান সংস্করণে নজর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হেফাজত করেন। আল্লাহ অধমের এই খেদমতটুকু এবং আপনাকে আমাকে সবাইকে দীন, ইলমে দীন ও খেদমতে খালকের জন্য কবুল করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী,
মোস্তফা নোমানী
দিবা মাইঠা চৌমুহনী।
বরগুনা সদর, বরগুনা।
১৮ রমযান, ১৪৩৬ হিজরি।
৬ জুলাই, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নির্দেশিকা

বইয়ের যাবতীয় উদ্ধৃতি টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। টীকার পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণত 'সংক্ষেপণ-রীতি' অবলম্বন করা হয়। পাঠকের অনভ্যস্ততা বা অবলম্বিত রীতির ভিন্নতার কারণে হয়তো কারো মর্মোদ্ধার-জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এখানে কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। এক নজর দেখে নিলে আশা করি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

সুরা বাকারা : ২, আয়াত : ২৮৬, অর্থাৎ সুরা বাকারা কুরআনের ২নং সুরা এবং এই আয়াতটি সুরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াত।

সহিহ বুখারি : ৫৬২৩, অর্থাৎ উপরিউক্ত হাদিসটি সহিহ বুখারির ৫৬২৩ নং হাদিস। হাদিসের অন্যান্য কিতাবগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা।

ফাতহুল বারী ১০ : ১১৫, অর্থাৎ উপরিউক্ত তথ্য বা উক্তিটি ফাতহুল বারীর ১০ নং খণ্ডের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. (৮০-১৫০ হি.), অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জন্ম ৮০ হিজরিতে এবং তার মৃত্যু ১৫০ হিজরিতে। আবার কখনো (১৫০ হি.) এভাবে শুধু মৃত্যুসন উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা, আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সুরার নাম ও সুরা নং, এরপর আয়াত নং উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসের ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবের নাম, এরপর হাদিস নং উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য তথ্য, উক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবের খণ্ড নং, এরপর পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে। একখণ্ডের কিতাব হলে শুধু পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম-মনীষীগণের নামের সঙ্গে দুটি সংখ্যা থাকলে প্রথমটি জন্মসন, পরেরটি মৃত্যুসন। শুধু একটি থাকলে তা মৃত্যু সন।

হাদিস নং উল্লেখ করার ক্ষেত্রে 'আল-মাকতাবাতুশ শামেলা'র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রিত নুসখার সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

নিবেদক,
রুহুল্লাহ নোমানী
দারুল উলুম রিকাবী বাজার, মুন্সীগঞ্জ-১৫০১

তাফসিরে মাযহারীতে রয়েছে : 'কুরআনে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তা জিনের দুষ্টশ্রেণির নাম।'

মুজাহিদ রহ. বলেন : তোমরা শয়তানকে যতটা ভয় পাও, শয়তান তোমাদেরকে তার থেকে বেশি ভয় পায়। সুতরাং সে যদি তোমাদের কারো উপর হামলা করতে চায়, তাহলে তার থেকে পলায়ন কোরো না। যদি করো, সে তোমাদের উপর চড়াও হবে। আর যদি আক্রমণ করো, সে পালিয়ে যাবে।

তাই কারো উপর জিনের আক্রমণ হলে কিংবা কেউ জাদু বা নজরে আক্রান্ত হলে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শরয়ি রুকইয়ার মাধ্যমে খুব সহজেই তা নির্মূল করা সম্ভব। দরকার শুধু আস্থা, ধৈর্য ও সাহস। তবে কিছু মাসনুন আমল আছে, যার মাধ্যমে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই এসব প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমাদের নিয়মিত সেই আমলগুলো করা উচিত। اَلْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجْ 'আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার চেয়ে পূর্বসতর্কতাই কল্যাণকর'-কথাটা বাস্তব।

–রুহুল্লাহ নোমানী

প্রথম অধ্যায় : জিন ও শয়তান

প্রথম পরিচ্ছেদ
জিন ও শয়তান সম্পর্কে অবগতি

জিন ও ইনসান

জিনের অস্তিত্ব সত্য।[১] মানুষ যেমন আল্লাহর মাখলুক, জিনও আল্লাহর মাখলুক। জিনও মানুষের মতো শরীরী, আত্মাধারী, জ্ঞানসম্পন্ন ও চেতনাশীল। মানুষের মাঝে যেমন নর-নারী আছে, জিনের মাঝেও নর-নারী আছে। একইভাবে মানুষের মাঝে যেমন বিবাহ-শাদির রীতি আছে, জিনের মাঝেও বিবাহ-শাদি হয়।[২] মানুষের যেমন সন্তান হয়, জিনেরও হয়।[৩] মানুষ যেমন শরিয়তের বিধান

---

১. ইমামুল হারামাইন রহ. বলেছেন-

إِجْمَاعُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ وُجُوْدِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ.

জিন ও শয়তানের অস্তিত্বের ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়ি-যুগের সকল আলেম একমত হয়েছেন। –আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা-১৯

২. জান্নাতের হুরদের বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

{ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ } [الرحمن: ٦٥]

সেখানে থাকবে আনত-নয়না রমণী, যাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে কোনো মানুষও সহবাস করেনি, কোনো জিনও সহবাস করেনি। –সুরা রহমান : ৫৫, আয়াত : ৫৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى } [الكهف: ٥٠]

তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে ইবলিস ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে? –সুরা কাহফ : ১৮, আয়াত : ৫০

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, আলেমগণ এসব আয়াত দিয়ে জিনদের বিবাহ-শাদির পক্ষে দলিল পেশ করেন। –ফাতহুল বারি ৬ : ৩৪৫

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى } [الكهف: ٥٠]

তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে ইবলিস ও তার সন্তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? –সুরা কাহফ : ১৮, আয়াত : ৫০

জিনের সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে,

وَيُقَالُ : لَمْ يُفْصَلْ عَنِ الْجِنِّيِّ الْأَوَّلِ أُنْثَىٰ كَمَا فُصِلَتْ حَوَاءُ بَلْ خُلِقَ لَهُ فَرْجٌ فِيْ نَفْسِهِ فَنَكَحَ بَعْضُهُ بَعْضًا فَأَتَىٰ بِذُكْرَانٍ وَإِنَاثٍ ثُمَّ نَكَحَ بَعْضُهَا بَعْضًا.

প্রথম জিন থেকে কোনো মহিলা জিনকে সৃষ্টি করা হয়নি, যেমন (আদম আ. থেকে) হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। বরং প্রথম জিনের মাঝেই বাচ্চাদানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সে

পালনে আদিষ্ট, জিনও শরিয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট। জিন ও ইনসান উভয়কে আল্লাহ তায়ালা তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ} [الذاريات]

আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[১]

নিজেই নিজেকে বিবাহ করেছে এবং তা থেকে নর ও নারী জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর তারা একে অপরের সঙ্গে বিবাহ করেছে। –মুনাবি রহ.-এর ফয়যুল কাদির ৩ : ৪৫০

১. সুরা জারিয়াত : ৫১, আয়াত : ৫৬।

জিন শরিয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, ইনসান যেমন الْمُكَلَّفُ بِالشَّرْعِ তথা শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট, জিনও আদিষ্ট। শুধু ভ্রান্ত 'হাশবিয়া' ফিরকাই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছে। তাদের মতে 'জিন আদিষ্ট নয়, কোনো কাজ করা না-করার ক্ষেত্রে জিনের কোনো স্বাধীনতা নেই। বরং তারা যা করে, তা অপারগ হয়েই করে।' অথচ ইনসানের মতো জিনও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হওয়ার ভরপুর দলিল রয়েছে। যেমন, কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

{يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا}

হে জিন ও মানবজাতি, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে এমন রাসুল আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের (কিয়ামতের দিন) সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতো? –সুরা আনআম : ৬, আয়াত : ১৩০

{ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِى النَّارِ ۔ } [الأعراف]

আল্লাহ বলবেন, তোমাদের পূর্বে জিন ও মানুষদের যেসব দল অতিবাহিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। –সুরা আরাফ : ৭, আয়াত : ৩৮

{ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ }

আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।
–সুরা আরাফ : ৭, আয়াত : ১৭৯

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ} [الذاريات]

আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।
–সুরা যারিয়াত : ৫১, আয়াত : ৫৬

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۔ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ [الرحمن]

হে জিন ও মানবজাতি, তোমাদের যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা অতিক্রম করো। তোমরা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৩) (অথচ সে শক্তি তোমাদের নেই) তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩৪) –সুরা রহমান : ৫৫

এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, ইনসান যেমন শরিয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট, জিনও আদিষ্ট। কারণ এসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালা-

১. জিন ও ইনসানকে একই সঙ্গে 'সম্বোধন' করেছেন।

২. তাদের হেদায়েতের জন্য রাসুল প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন।